শ্রীশ্রীহরি।
শরণং॥

—⊶⊷—

কোমার জিলগেনের মনোহর উপাখ্যান।

—⊶⊷—

শ্রীহরিমোহন কর্ম্মকার প্রণিত।

শ্রীযুত সীতানাথ মল্লিকের অনুমত্যানুসারে
সুধাসিন্ধু যন্ত্রে যন্ত্রিত।

———

এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক
তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে অথবা সিমুলিয়ার চাসা ধোপাপাড়া
নিবাসি যশোরাশী শ্রীযুত রামগোপাল রায় মহোদয়ের
নং ৫৭ ভবনে অন্যাষণ করিলেই
পাইবেন।

———

ইতি সন ১২৬২ সাল
তারিখ ১৩ আষাঢ় মঙ্গলবার।

তে। শিব করিলে।

নির্ঘণ্ট সূচিপত্র। পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

জয় বিভু বিশ্বময়, তব ভাব দৃশ্য নয়, প্রকাশ্য
প্রণাম তব পায়।
তোমারে হে চেনে যেই, ধরাতলে ধন্য সেই,
অনায়াসে ভব পারে যায়॥
তুমি বিশ্বময় হরি, সৃজন পালন কারি, সত্ত্ব
রজ ত্রিগুণ ধারক।
অপার তব মহিমা, বেদে নারে দিতে সীমা,
মৎস্য রূপে বেদ উদ্ধারক॥
তোমার নিয়ম ক্রমে, ভূগোল সর্ব্বদা ভ্রমে,
গ্রহ আদি স্থির হয়ে থাকে।
এতেক ব্রহ্মাণ্ড কল, সকলি তোমার কল,
তবু জীব না চেনে তোমাকে॥
আত্মা রূপে সর্ব্ব ঘটে, তব অবস্থিতি বটে,
তুমি সকলের মূলাধার।
তোমার প্রেমের লাগি, শিব হয়ে অনুরাগি,
যোগী বেশ করিলেন সার॥

নির্ঘণ্ট — সূচীপত্র। — পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

জয় বিভু বিশ্বময়, তব ভাব দৃশ্য নয়, প্রকাশ্য
প্রণাম তব পায়।
তোমারে হে চেনে যেই, ধরাতলে ধন্য সেই,
অনায়াসে ভব পারে যায়॥
তুমি বিশ্বময় হরি, সৃজন পালন কারি, সত্ত্ব
রজ ত্রিগুণ ধারক।
অপার তব মহিমা, বেদে নারে দিতে সীমা,
মৎস্য রূপে বেদ উদ্ধারক॥
তোমার নিয়ম ক্রমে, ভূগোল সর্ব্বদা ভ্রমে,
গ্রহ আদি স্থির হয়ে থাকে।
এতেক ব্রহ্মাণ্ড কল, সকলি তোমার কল,
তবু জীব না চেনে তোমাকে॥
আত্মা রূপে সর্ব্ব ঘটে, তব অবস্থিতি বটে,
তুমি সকলের মূলাধার।
তোমার প্রেমের লাগি, শিব হয়ে অনুরাগি,
যোগী বেশ করিলেন সার॥

কেমার জিল্‌মেনের।

গ্রন্থারম্ভঃ।

পারশ্য নগরে ধাম, উজিরালি নৃপ নাম,
মহারাজ রসিক সুজন।
ভূপতি আনন্দ মনে, লয়ে পাত্র মিত্রগণে,
রাজকার্য্য করেন রাজন॥
একদিন রাজ্যেশ্বর, রাজ কার্য্যে অবশার,
হয়ে সভাসদ প্রতিকয়।
কিবা সুখ ছার রাজ্যে, কি সুখ হবে ঐশ্বর্য্যে,
যার নাহি বংশেতে তনয়॥
বিহনে পুত্র রতন, গৃহে কিবা প্রয়োজন,
প্রয়োজন তাহার কানন।
শুনেছি শাস্ত্রেতে কয়, পুন্নাম নরক হয়,
যে না হেরে পুত্রের বদন॥
এইরূপে নরপতি, অত্যন্ত বিষাদ মতি,
হইলেন পুত্রের কারণ।
অন্তর্যামি নারায়ণ, অন্তরে জানি কারণ,
আকাশ বাণিতে আসি কন॥
না হও কাতর ভূপ, অবিলম্বে অপরূপ,
সুসন্তান জন্মিবে তোমার।
সুধাকর জিনি রূপ, জগতে হবে অনুপ,
ক্ষিতী পূর্ণ হবে যশে তার॥
শুনিয়া আকাশ বাণি, আনন্দিত নৃপমণি,
আকাশ পাইল যেন করে।
ভাসে সুখ পারাবারে, আনন্দ না গায়ে ধরে,
আপনারে ধন্যবাদ করে॥

উদ্দেশে পরমেশ্বরে, রায় স্তুতিবাদ করে,
যোড় করে সজল নয়ন।
জয়২ নারায়ণ, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন,
ভক্তাধিন ভক্তের জীবন॥
এ সব ব্রহ্মাণ্ড কল, সকলি তোমার কল,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ আদি তারা।
তুমি বিশ্বময় হরি, তোমার নিয়ম ধরি,
আকাশেতে ভ্রাম্যমাণ তারা॥
এত স্তুতি করি রায়, উদ্দেশে প্রণমি পায়,
পরে রাজকার্য্যে দেন মন।
এইরূপে কিছুকাল, রাজ্য পালে মহীপাল,
পালনেতে সুখী প্রজাগণ॥
সদা আনন্দিত মতি, কতদিনে ঋতুবতী,
হৈল রাণী ঈশ্বর কৃপায়।
গভীরা যামিনী যোগে, নৃপ সহ সুখ ভোগে,
গর্ব্ভবতী হইলেন তায়॥
ক্রমে গর্ব্ভ সুপ্রকাশ, গত হৈল সপ্ত মাস,
সুখে সাধ করেন ভক্ষণ।
দশমাস দশদিনে, শুভদিন শুভক্ষণে,
প্রশবিল অপূর্ব্ব নন্দন॥
পূর বাসী যত নারী, যায় সবে তাড়াতাড়ি,
উথলে আনন্দ পারাবার।
রূপ হেরি বলে মরি, এ রূপ কি কভু হেরি,
জন্মিয়াছে কুমার কি মার॥
ভূপতি শ্রবণ করে, কহিতেছে মন্ত্রী বরে,

শুন মন্ত্রী আমার বচন।
পুত্রের কল্যাণ জন্য, দীনেরে কর অদৈন্য,
বহু ধন করিবিতরণ॥
নৃপতির আজ্ঞা যাহা, মন্ত্রী করিলেন তাহা,
দিলা দান যত দুঃখি জনে।
শ্রীহরিমোহন কয়, দিও হরি পদাশ্রয়,
অন্তে যেন না লয় শমনে॥

কুমারের বিদ্যা শিক্ষা।

পয়ার। হেরিয়া পুত্রের মুখ নৃপতি সুধির। নিরানন্দ গিয়া বহে প্রেমানন্দ নীর॥ ক্রমেং বাড়িতেছে অপূর্ব্ব তনয় শুক্লপক্ষ শশী বৎ হেন জ্ঞান হয়॥ ছয়মাসে অন্ন রায় দিলা পুত্র মুখে। কে্যমার জিলমেন নাম রাখিলেন সুখে॥ শিশু যত বাড়ে তত বাড়ে তার রূপ। ত্রিভবনে নাহি হেরি সে রূপ সরূপ॥ অপরূপ রূপবান সুশীল সুজন। পুত্রে হেরি হরষিত হইল রাজন॥ এইরূপে কতেক অয়ন গত হয়। ক্রমেং কুমারের যৌবন উদয় । মরি কি লাবণ্য তার অতি চমৎকার। রূপ হেরি রতি পতি মানে পরিহার॥ বিকশিত মুখ শশী অমল কমল।স্বর্ণের সমান তার বর্ণ সমুজ্জ্বল। বিদ্যা দান হেতু পুত্রে চিন্তিয়া অন্তরে। পরম পণ্ডিত এক আনিলা সত্বরে॥ সভাসদ মধ্যে বসি পারস্য ঈশ্বর। কহিলা শিক্ষকবরে যোড় করি কর॥ শুন হে সুধিরবররূপা বিতরণে। নানাশাস্ত্রে শিক্ষাদেহ কে্যমরজিলমেনে আপন তনয় ভাবে বিদ্যা করি দান। বিনা মূলে কিনে রাখ ওহে মতিমান॥ অতপর নরপতি আনিয়ে নন্দন। শিক্ষাকরে করে করে সতে সমর্পণ॥ বুধ বর রাজপুত্রে

লইয়ে যতনে। শিক্ষা হেতু প্রবেশিল অপূর্ব্ব উদ্যানে। রাজার উদ্যান সেই অতি চমৎকার। বর্ণে সে উদ্যান বর্ণে হেন সাধ্য কার॥ চতুর্ম্মুখে হারিমানে বর্ণে বর্ণিবারে। তথাপি কিঞ্চিৎ কহি সাধ্য অনুসারে॥

অথ উদ্যান বর্ণনা।

কি কব উদ্যান শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
বর্ণে তাহা না হয় বর্ণন।
কত ফুল বিকশিত, সুশোভিত সুবাসিত,
হেরিলেতো যুড়ায় নয়ন॥
মনোহর সরোবরে, হংস হংসি কেলি করে,
কমলিনী শোভা করে তায়।
বৃক্ষ শোভে নানা জাতি, অতি মনোহর ভাতি,
হেরিলেতো অন্তর যুড়ায়॥
নব২ তরু পরি, বসি সব সারি২,
পিক দল করে সদা গান।
হেন মনে অনুমান, বুঝি সে উদ্যান খান,
মনজের বিরামের স্থান॥
বুঝি সে বনের ফুলে, ফুলধনু ফুল তুলে,
গড়ে ফুলময় ফুলধনু।
ফুলবাণ ধরি বাণ, বিরহীর বধে প্রাণ,
মূর্ত্তিমান তথায় অতনু॥
মদন আনন্দ মনে, বিরাজিত সে উদ্যানে,
ফুল ধনু করিয়া ধারণ।
পঞ্চশার পঞ্চশর, সংযোগির সখকর,

কেমার জিল্‌মেনের।
বিয়োগির সংশয় জীবন॥
প্রস্ফুটিত পুষ্প কলি, মধু ভ্রমে ভ্রমে অলি,
বুলি২ পুষ্পাবলি কাছে।
যার সঙ্গ শূন্য পায়, তারি সঙ্গে মধু খায়,
ভাল মন্দ কেবা আর বাছে॥
এরূপ সুখদ বনে, সদার আনন্দ মনে,
সদা পাঠ করে অধ্যয়ন।
দৈবযোগে এক পরি, উদ্যানে প্রবেশ করি,
রাজপুত্রে করিল দর্শন॥
রূপ হেরি বলে মরি, এরূপ কি কভু হেরি,
পুন যেন স্মর অবতার।
কিবানন মনোহর, রমণীর সুখকর,
শশি সম সুধার আধার॥
এরূপ প্রশংসা করি, সে স্থান হইতে পরি,
শূন্য পথে করিল গমন।
যাইতে২ পথে, দৈবে এক দৈত্য সাথে,
পথি মধ্যে হৈল দরশন॥
বিনয়ে দৈত্যেরে কয়, কহ২ মহাশয়,
কোথা হইতে আসিছ এখন।
শুনিয়া পরির বাণি, দৈত্য কয় শুন ধনী,
চিন দেশ হইতে আগমন॥
চিন নগরেতে ধাম, হাতেম নৃপতি নাম,
লুসি নামে তনয়া তাহার।
তেমন রূপসী আর, ত্রিভুবনে মেলা ভার,
তুলনা নাহিক তার আর॥

অথ দৈত্য কর্তৃক কুমারীর রূপ বর্ণন ও কুমার কুমারীর দর্শন।

পয়ার। যখন বিনোদ বেণী বিনায় সে ধনী। সাপিনী তাপিনী তাপে প্রবেশে মেদিনী॥ কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন রঞ্জন। নির্ম্মায়েছে বিধি তার কমল নয়ন॥ লুশিয়ার ভ্রু ধনু হেরি পঞ্চ শর। লাজে হর কোপানলে দহে কলেবর॥ বদন শরসী দল কি দিব উপমা। কোটি চন্দ্র নহে সে বালার মুখ সমা॥ তিল ফুল জিনি নাসা তাহে রসকলি সুগুস শ্রবণে শোভে উত্তমা ত্রিবলী॥ কমল কলিকা সম পয়োধর তার। বিদ্যুৎ সমান হাসি অতি চমৎকার॥ কমল নয়ন মধ্যে কটাক্ষের শর। পুরুষ প্রকৃতি আদি হয় জর২॥ চকিতে হরয়ে চিত সুচারু বদনী। সিংহ গ্রীবা গজস্কন্ধা মরাল গামিনী॥ গুরুতর নিতম্ব অধিক ভার ধরে। ক্ষীণ কোটি ঈশচক্ষু নয়ন উপরে॥ রাম রম্ভা জিনিয়া যুগল উরু দেশ। নাভি সরোবর তটে কাম রূপ শেষ॥ যাহার পরশে কাম পুরায় কামনা। নব লোমা বলী তার চৌদিকে শোভনা॥ নবীনা ষোড়শী বামা করিয়াছে পণ। পুরুষের সহ না করিবে আলাপন॥ পরি কহে কিবা রূপ করিলে বর্ণন। ততোধিক রূপ এক পুরুষ রতন॥ উজিরালী নৃপতির উদ্যান ভিতর। শাস্ত্র অধ্যয়নে আছে সেই গুণাকর॥ অপরূপ রূপবান সেই মহাশয়। তার কাছে তব লুশিয়ার রূপ নয়॥ দৈত্য কহে সে ধনীর রূপ অপরূপ। তাঁর কাছে তার রূপ হইবে বিরূপ॥ এইরূপে শূন্যে দ্বন্দ্ব হয় দুইজনে। পরে পরি কহে দৈত্যে বিনয় বচনে॥ শুন২ দৈত্যরাজ বচন আমার

ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তোমার ॥ চিন দেশে এই ক্ষণে করিয়া গমন। এইখানে কন্যা রত্ন কর আনয়ন উভয়েরে একত্রেতে রাখিয়া যতনে। দ্বন্দ নিবারণ করি হেরিয়া নয়নে॥ পরির বচনে দৈত্য স্বীকার করিয়া। আব লয়ে চিন দেশে উত্তরিল গিয়া॥ গগণে হইল যবে অর্দ্ধেক যামিনী। সে সময় দৈত্যরাজ হরিল কামিনী॥ ত্বরায় পরির কাছে আসি উত্তরিল। এই লহ বলি রাজ কন্যা সমর্পিল॥ যে গৃহেতে রাজপুত্র শয়নে আছিল। লুশিরে লইয়ে পরি তথায় রাখিল॥ তবু উভয়ের নয় বিবাদ ভঞ্জন। বলবাণ করে দোহে দোঁহাকার পণ॥ দৈবে আর এক দৈত্য শূন্য ভরে যায়। দেখি দুইজনে তবে ডাকিলেক তায়॥ মধ্যস্থ মানিয়ে দোহে দৈত্য প্রতি কয়। এ দোহার মধ্যে কেবা রূপবান হয়॥ বিচার করিয়া কর বিবাদ ভঞ্জন। এই মাত্র তব শ্রীচরণে নিবেদন॥ এতশুনি দৈত্য কয় এ বড় বিষম। উভয়ে সমান রূপ কারে কহি কম॥ কিন্তু এক কথা আছে শুন দিয়ে মন। যেজন কামুক হবে বিরূপ সে জন॥ এতবলি দৈত্য লুসিয়ায় উঠাইল॥ যুবরাজে হেরি রামা মোহত হইল॥ প্রতিজ্ঞা আছিল যার পুরুষের সহ। আলাপন না করিবে সহিবে বিরহ॥ পুরুষ হেরিয়া তার পণ হৈল ভঙ্গ। অন্তরে প্রবল হৈল মদন তরঙ্গ॥ এক দৃষ্টে হেরে রামা পুরুষ রতন। বলে মম উপযুক্ত এই মহাজন॥ মনে মনে মন মালা বদল করিয়ে। চুম্বন করিল ধনী অনঙ্গে মাতিয়ে॥ যতনেতে দৈত্য রাজ তারে শোয়াইয়ে। নৃপতি নন্দনে পরে দিল উঠাইয়ে॥ নিদ্রা ত্যজি উঠে বৈসে নবীন

রাজন। পাশেতে হেরিল এক রমণী রতন॥ তখনি জন্মিল তার চমৎকার ভাব। বুঝ লোক মদনের কেমন প্রভাব। ধিরে ধিরে তার কাছে জেয়ে রসময়। হস্তের অঙ্গুরী করিলেন বিনিময়॥ হেরি দৈত্য রাজপুত্রে করায়ে শয়ন। প্রস্থান করিল করি বিবাদ ভঞ্জন। পরে দৈত্য লুসিয়ায় লইয়া যতনে। রাখিয়া আইল তার নিজ নিকেতনে॥ অতপর স্থানান্তরে করিল গমন। শ্রীহরি কহিছে দেখ কি ঘটে এখন॥

—▸▸◂◂—

অথ কুমারীর অদর্শনে কুমারের খেদ।

প্রভাত হইল নিশি, প্রকাশিল দশ দিশি,
তরুণ অরুণ প্রকাশিত।
মলয়া সমীর বয়, প্রস্ফুটিত পুষ্পচয়,
কুমদিনী জীবনে মুদিত॥
এমন সময় রায়, উঠে বৈসে বিছানায়,
প্রমদায় দেখিতে না পান।
করে মুখে হায়২, আঁখিনিরে ভেষে যায়,
অদর্শনে জলে মম প্রাণ॥
বলে নিদারুণ বিধি, এতোর কেমন বিধি,
দিয়ে নিধি পুন নিলি হরে।
এই যে প্রিয়সী ছিল, হায়২ কোথা গেল,
আর না দেখিতে পাই তারে॥
আহা মরি হায় হায়, আর কি পাইব তায়,
ভেবে কিছু না পাই উপায়।

ভুলেছে মন সে রূপে, পাইব তারে কি রূপে,
বিধি হৈল নিদয় আমায় ॥
আইস২ প্রাণপ্রিয়ে, প্রাণ রাখ দেখা দিয়ে,
বিরহ অনলে জলে প্রাণ।
কি দোষ পাইয়ে মোর, কাটিলে হে মায়া ডোর
হানিলে হে বিচ্ছেদের বাণ॥
আহা২ মরি২, পাইয়ে সুন্দরী নারী,
হেলা করি হারাইনু তায়।
ধিক ধিক রে নয়ন, ঘুমে হলি অচেতন,
নতুবা কি সে ধন হারায় ॥
নয়ন শত্রু হইলে, প্রাণধনে হারাইলে,
অচেতন হইয়া নিদ্রায়।
এইরূপে রসরায়, কান্দে পাগলের প্রায়,
চক্ষু নীরে বক্ষ ভেসে, যায়, ॥
বলে আহা আহা প্রাণ, হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ,
কেন কেন হৈলে অদর্শন।
ধিক ধিক বিধাতায়, কেমনে পাইব তায়,
বিনে প্রিয়ে দহিছে মদন ॥
কিবানন মনোহর, জিনি কোটি সুধাকর,
শশি সম সোণার বরণ।
কিবা বক্ষস্থলোপর, সুশোভিত পয়োধর,
হেরিলে যুড়ায় প্রাণ মন ॥
হায় হায় মরি মরি, হেন নারী পরিহরি,
কিবা কাম রাখিয়া জীবন।

বিনে সেই প্রাণধন, জীবনে কি প্রয়োজন,
জীবনেতে ত্যজিব জীবন॥

অথ হুমারীর খেদ।

পয়ার। এখানে প্রভাত হৈল সুখের জামিনী। শয্যা ত্যজি উঠিলেন হাতেম নন্দিনী॥ পাশেতে না হেরে রামা পুরুষ রতন॥ বলে বুঝি আজি আমি দেখেছি স্বপন॥ এতবলি প্রেমময়ী হস্ত পানে চায়। অঙ্গুরীও বিনিময় দেখিবারে পায়॥ যেই মাত্র অঙ্গুরীটি নয়নে হেরিল। পঞ্চশর পঞ্চশর অমনি হানিল॥ বলে বিধি এ কি তব বিধি নিদারুণ। কেন রে অবলা ভাগ্যে হইলে বিগুণ॥ বহু ভাগ্যে তার সহ হয়েছিল দেখা। হায়২ কে হরিল মম প্রাণ সখা॥ এই যে সেজন ছিল পাশেতে আমার। আঁখি মেলি নাহি হেরি একি চমৎকার॥ কেবা আনি মম সহ করিল মিলন। হায়২ কোথা গেল সে প্রাণ রতন॥ রূপে রমণীয় অতি নবীন রাজন। রমণী কি প্রাণে বাঁচে হারায়ে সে ধন॥ এইরূপ বিনোদিনী বলিতেং। স্বর্ণলতা মূর্চ্ছাগত হইল আচম্বিতে॥ দেখি সখীগণ সব ধাইয়া আইল। ধরা হৈতে ধরাধরি করিয়া তুলিল॥ সুশীতল নীর মুখে করিতে প্রদান। মূর্চ্ছা ত্যজি বিনোদিনী মেলিল নয়ন॥ বলে সই কই মোর সে প্রিয় রতন সেজন বিহনে মোর নিতান্ত মরণ॥ এতবলি দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করি। নিরবেতে ভূমে বসে রহিল সুন্দরী॥ দেখিয়া রামার ভাব ভাবে সখীগণ। বলে হায় প্রেম দায় কি হইল ঘটন॥ সখীগণ মেলি সব জিজ্ঞাসে বালারে। উত্তর না দেয়

রামা থাকে মৌন ভরে ।। কেবল বলেন কোথা গেলে প্রিয়জন চপলার ন্যায় মোরে দিয়ে দরশন ।। দেখিয়া বামার ভাব যত সহচরী। নিবেদিল আসি সবে যথা দণ্ডধারী ।। শুনিয়া হইল নৃপ হরিষে বিষাদ। বলে হায় বিধি কেন ঘটালে প্রমাদ ।। কত কষ্টে পাইয়াছি সে প্রিয় নন্দিনী। তার পীড়া শুনি মম স্থির নহে প্রাণী ।। সবে মাত্র একটি হে নন্দিনী আমার। পিতা বলে ডাকে মোরে হেন নাহি আর ।। এতবলি যান রায় অন্দর মহলে। দেখিলেন কন্যা বসিয়াছে ভূমি তলে ।। ঝর২ ঝরিতেছে কমল নয়ন। কার সঙ্গে নাহি করে বাক্য আলাপন ।। দেখিয়া কন্যার ভাব ভাবে নর রায়। সুধা সম বাক্য রাজা কন্যারে সুধায় ।। কহ মাগো কি দুঃখেতে হইয়া দুঃখিতা। বসিয়া আছহ সুখে বইয়া বঞ্চিতা ।। কেন২ হৈলে হেন বিষাদিনী প্রায়। তব মুখ দেখে মাগো বুক ফেটে যায় ।। পিতার বচনে রামা না দেয় উত্তর ।। মৌনভাবে থাকে সদা দুঃখিত অন্তর ।। দেখিয়া কন্যার ভাব দুঃখেতে রাজন। ম্লান মুখে বাহিরেতে করিল গমন ।। এই কথা নগরেতে করিল প্রচার। আরোগ্য করিবে যেবা কন্যারে আমার ।। অর্দ্ধেক রাজত্ব তারে করিব অর্পণ। আরো পাইবেক সেই কন্যা রত্ন ধন ।। কিন্তু যেবা ছলা করি হেরিবে নন্দিনী। প্রাণ দণ্ড হইবেক তাহার তখনি ।। এরূপ প্রচার শুনি কত বৈদ্য আইসে। এত তার রোগ নয় ভাল হবে কিসে ।।

অথ রাজ পুত্রের স্বপ্নে কুমারীকে দর্শন।

পয়ার। হেথায় নৃপতি সুত প্রিয়সী বিহনে। জ্বর২ কলেবর মদনের বাণে ।। বলে হে প্রাণের প্রাণ এ অধীন জনে।

কহনা প্রিয়সী তুমি ত্যজিলে কেমনে ॥ দহিতেছে কলে
বর বিরহ অনলে। তবে শান্ত হই প্রাণ তোমা ধনে
পেলে ॥ এতবলি রসরাজ ছুটিয়ে তখন। ত্বরিতে প্রবেশ
করে যথা পুষ্প বন ॥ তথায় যাইয়ে আর বিপদ ঘটি
ল। পঞ্চশর পঞ্চশর অমনি হানিল ॥ আকুল হইয়া ধির
মদনের শরে। স্থানে২ প্রিয়সীর অন্বেষণ করে ॥ বৃক্ষ
গণে হেরি বলে নৃপতি নন্দন। দেখেছ কি এই পথে
মম প্রাণধন ॥ দেখেথাক বলে দেহ করি হে মিনতি।
দহিছে বিরহে প্রাণ বিনা সে যুবতী ॥ প্রিয়ারে না পেয়ে
রায় ভাবিতে লাগিল। অচেতনে ধরাপরে শয়ন করিল
অচেতনে ধরাশনে শুয়ে যুবরায়। স্বপনেতে প্রিয়সীরে
দেখিবারে পায় ॥ যেন সেই প্রাণ প্রিয়ে নিকটে আসি
য়ে। সুমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে ॥ কত নিদ্রা
যাও আর ওহে রসময়। কেন২ অবলারে হইলে নিদ
য় ॥ আর কত নিদ্রা যাও বসোহে উঠিয়ে ॥ ডাকিতেছে
অভাগিনী কাতরা হইয়ে ॥ কেন হে নিরব হৈলে উত্তর
না দেও। উঠ উঠ প্রাণনাথ মোর মাথা খাও ॥ তৎক্ষণাৎ
যুবরাজ পাইয়ে চেতন। ইতস্তত করে প্রিয়সীর অন্বেষণ
বন মাঝে প্রিয়সীরে দেখিতে না পায়; বিরহ অনলে জ্বলে
করে হায়২ ॥ এই যে হে ছিলে প্রাণ হৃদয়ে আমার। হায়২
কোথা গেলে করিয়া আঁধার। এই যে শুনিনু তব মধুর বচন
এই যে হেরিনু তব সুধাংশু বদন। এই যে হে নাথ বলি আ
মাকে ডাকিলে। হৃদি হৈতে তবে কেন অন্তর হইলে ॥
কোথা হে প্রিয়সী মম হৃদয় রতন। তোমা না পাইলে মম

নিতান্ত মরণ॥ এ নয়ন চকোর ও মুখ পূর্ণ্ণ শশি॥ না হেরি কেমনে রব কহনা প্রিয়সী॥ বলিতে২ রায় হয়ে অচেতন। ত্বরায় ত্বরায় পুন করিল শয়ন॥ ঙ্গমারের অনুচর ছিল যত জন। হেরি ঙ্গমারের ভাব বিষাদিত মন॥ ত্বরায় আসিয়ে তারা তুলি লয়ে কোলে। সুশীতল জল দেয় বদন কমলে॥ ক্ষতক্ষণে পেয়ে জ্ঞান নবীন রাজন। ভাবিনীর রূপ ভাবি করেন রোদন॥ নিরীক্ষিয়ে যুবরাজে যত অনুচর। নিবেদিল আসি সবে যথা দণ্ডধর॥ মহারাজ যুবরাজ উদ্যান ভিতরে। নাহি জানি কার ভরে ভাসে আঁখি নীরে॥ সর্ব্বদা বলেন কোথা গেলে প্রাণ প্রিয়ে। চপলার ন্যায় মোরে দরশন দিয়ে॥ শুনিয়া নৃপতি অতি ভাবিত হইল। বুঝিলা নন্দন মন প্রেমেতে মজিল॥ বুঝাইতে ঙ্গমারেরে বিবিধ প্রকারে। পাঠাইলা অমাত্যেরে ঙ্গমার গোচরে॥ প্রাড়্বিবাক আসি করি ঙ্গমারে দর্শন। বুঝিলা নিতান্ত এর পিরীতি লক্ষণ॥ মন্ত্রী কহে যুবরাজ একি ভাব হেরি। কি ভাবে এ ভাব তব হলো আহা মরি॥ কি কারণে মুখ পদ্ম সুখাইয়ে গেছে। কমল নয়নে কেন বারি বহিতেছে॥ কার ভাবে এ ভাবেতে অরণ্যেতে আসি। ভাসিতেছ আঁখি নীরে ভাবিতেছ বসি॥ কান্দিয়ে ঙ্গমার কয় শুন মন্ত্রীবর। আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর॥ গত নিশি আছিলাম শয্যায় শয়নে। নিদ্রা ভঙ্গে এক নারী হেরিনু নয়নে॥ স্বর্ন্তাঙ্গুরী বিনিময় করিনু যখন। নিদ্রা আসি নেত্র সহ মিলিল তখন॥ পুন নিদ্রাভঙ্গে আর না পাই দেখিতে। কোথা গেল কে হরিল না পারি বুঝিতে॥ মন প্রাণ হরে লয়ে সে নব

ললনা। চলিয়া গিয়াছে মোরে করিয়া ছলনা॥ কি কব রূপের কথা না দেখি তেমন। তারে না পাইলে মোর নিশ্চয় মরণ॥

হুমার কর্ত্তৃক হুমারীর রূপ বর্ণন।

পয়ার। নবঘন হেরি চারু চিকুর সুন্দর। মনদুঃখে বৃষ্টি ছলে কান্দে নিরন্তর॥ নিন্দি ইন্দীবর তার নয়নের শোভা। অতিশয় রমণীয় মম মনলোভা॥ ভ্রূর তুলনা তার হলোনা বলিয়ে। খেদে মার মরেগেছে ভাবিয়ে॥ জিনিয়া সুপক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর তার। গিধিনী গঞ্জিত শ্রুতি অতি চমৎকার॥ সে মুখের হাসি দেখি লাজেতে চপলা তদবধি মন দুঃখে হইল চঞ্চলা॥ কমল কলিকা সম স্তনের গঠন। তদুপরি হারাবলী অতি সুশোভন॥ ভুজদ্বয় হেরে তার বিধাতা অচিরে। পদ্মনালে ডুবাইয়ে রাখি লেক নীরে॥ সে ধনীর কটি হেরি লাজে পশুরাজ। বিজন বিপীনে থাকে মনে পেয়ে লাজ॥ লাবণ্য সমান স্বর্ণ হলোনা বলিয়ে। মন দুঃখে অগ্নি মধ্যে প্রবেশিল গিয়ে॥ বলিতে২ ধির ভাবিয়ে আকাশ। ভূমিতলে পড়িলেন ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস॥ ক্ষণ পরে যুবরাজ পাইয়ে চেতন হায়২ করি শেষে করয়ে রোদন॥ বলে কোথা প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন। তোমার বিহনে শূন্য দেখি ত্রিভুবন॥ এই কি তোমার মনে ছিল প্রাণ প্রিয়ে। পলাইলে একেবারে বিরহে ভাষায়ে॥ এরূপ হুমার অতি হইয়া কাতর। করিলা বিস্তর খেদ কহিতে বিস্তর॥ দেখি হুমারের ভাব মন্ত্রী বিচক্ষণ। নারী নিন্দা ছলে কিছু যুবরাজে

কন ॥ বহু গুণালয় তুমি সুবুদ্ধি শেখর। এ কর্ম্ম কি তব যোগ্য ওহে গুণাকর ॥ তব সম নাহি হেরি জ্ঞানে জ্ঞানবান। তুচ্ছ নারী প্রেমে মজি হারাইলে জ্ঞান। বিশেষত স্বপনে করেছ দরশন। নাম ধাম নাহি জান হইবে কেমন ॥ পাপিনী রমণী যেমো নাগিনী বিশেষ। প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিয়ে পরে দেয় ক্লেশ ॥ তাই বলি যুবরাজ থাক ধৈর্য্য ধরে। মিছা কেন ক্লেশ পাও রমণীর তরে ॥ কহি এক ইতিহাস অতি চমৎকার। শুনিলে মনেতে তব জন্মিবে বিকার ॥

পয়ার। শুন যুবরাজ এক গল্প পুরাতন। পূর্ব্বেতে আরবে এক ছিলেন রাজন ॥ আছিলেন মহারাজ বহু গুণযুত। সাহারিয়ার সাহারজান নামে দুই সুত ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্রে নিজ রাজ্য করি সমর্পণ। তনু ত্যজে গেলা রায় অমর ভুবন ॥ সাহারিয়ার বসি পিতৃ দত্ত সিংহাসনে প্রজার পালন করে আনন্দিত মনে ॥ অনুজে করিয়া রাজা তাতার প্রদেশে। সাহারিয়ার নিজ রাজ্য পালেন হরিষে ॥ কতদিনে দোহে বিভা করে দুই নারী। রূপের তুলনা তার দিতে নাহি পারি ॥ পরমা সুন্দরী দুই রাজসিমন্তিনী। পতিপ্রাণা গুণবতী পতি সোহাগিনী ॥ সাহারিয়ার নিজ প্রাণ প্রিয়সীর সহ। সুখে২ কৌতুকেতে রহে অহরহ ॥ আমোদ প্রমোদ করি সে প্রমোদা সঙ্গে নিরন্তর ভাসে রায় সুখের তরঙ্গে ॥ এমনি প্রেমেতে মত্ত নৃপতি হইল। অন্তরেতে অনুজেরে অন্তর করিল ॥ তুচ্ছ নারী প্রেমে মত্ত হইয়া রাজন। প্রাণ তুল্য সহোদরে

হন বিস্মরণ ॥ এইরূপে কিছু দিন সুখেতে বিহরে। দৈবে এক দিন অনুজেরে মনে পড়ে ॥ বলে মম সম পাপ ত্রিভুবনে নাই। নারী পেয়ে ভুলিয়াছি প্রাণ তুল্য ভাই ॥ নাজানি কেমন আছে প্রাণের দোষর। না দেখি তাহার মুখ জীবন কাতর ॥ এতবলি মন্ত্রীবরে ডাকেয়া তখন। জ্ঞাত করাইল তারে সব বিবরণ ॥ মম তুল্য পাষাণ নাহিক ত্রিভূবনে। প্রাণের অনুজে ভুলে রয়েছি কেমনে ॥ অতএব মন্ত্রী তুমি সেখানে যাইয়া। সঙ্গেকরি অনুজেরে আসিবে লইয়া ॥ শীঘ্র যাহ মন্ত্রী আর বিলম্ব করনা। তাহার বিরহ আর প্রাণেতে সহেনা ॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা মন্ত্রী বিচক্ষণ। সাহারজানে আনিবারে করিল গমন ॥ তাতার প্রদেশে কত দিনে উত্তরিল। ভূপতির সহ যায়ে সাক্ষাৎ করিল ॥ মন্ত্রীবে দেখিয়া রায় পরম হারষে। সমাদরে মন্ত্রীবরে বসাইল পাসে ॥ নিকটেতে আদরেতে বসাইয়া রায়। ভায়ের কুশল সব জিজ্ঞাসেন তায় ॥ মন্ত্রী কয় শুন২ নবিন রাজন। কৃপাকর কৃপায় কুশল সর্ব্বজন ॥ তোমার কুশল বল ওহে রাজ্যেশ্বর। তোমাবিনে তব ভ্রাতা অত্যন্ত কাতর ॥ পাঠায়ে দিয়াছে মোরে তোমারে লইতে। চল২ মহারাজ আরব দেশেতে ॥ মন্ত্রীরে কহেন রায় মধুর বচনে। কুশলেতে আছি প্রাণে আছে সর্ব্বজনে ॥ কিছু দিন হেথা তব থাকিতে হইবে। যদবধি রাজকার্য্য নিকেশ না হবে ॥ পরে পাত্রে রাজ্যভার করি সমাপর্ণ। তব সহ আরবেরত ক

রির গমন ॥ যাইব কহিলা সত্য নবিন রাজন। কিন্তু প্রি য়সীর জন্য মন উচাটন ॥ এমনি প্রেমেতে মত্ত উভয়ের মন। পলকেং হয় প্রলয় যেমন ॥ ভাবে রায় একি দায় হইল আমায়। কেমনে যাইব আমি তেজিয়া প্রিয়ায় ॥ বিশেষত সহোদর ডাকিয়াছে মোরে। তার আজ্ঞা হেলন করিব কি প্রকারে ॥ দুইমতে বিপরিত হইল আমার। দায়েতে যেমন হয় হমভা সংহার ॥ যাহাহক আরবেতে যাইতে হইবে। আমার বিচ্ছেদ প্রিয়ে কেমনে সহিবে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন মনে ; যাইব আরবে সহো দর দরশনে ॥ মন্ত্রীবরে রাজকার্য্য করি সমার্পণ। যাই বারে করিলেন দিন নিরুপণ ॥ প্রিয়সী নিকটে গিয়া সবি নয়ে রায়। কহে ওহে প্রাণ দেহ বিদায় আমায় ॥ আর বেতে যাব আর রবনা২। ভ্রাতা দরশনে মনে হয়েছে বা সনা ॥ শুনিয়া নাথের ধ্বনি সিহারিয়া ধনী। বলে কি কহি লা ওহে কান্ত গুণমনি ॥ এমন কঠিন প্রাণ হইয়াছ কবে স্বরুপ বচনে নাথ এঅধিনে কবে ॥ আমারে ত্যজিয়া যদি যাবে গুনমণি। তোমার বিহনে হব সদা অনাথিনী একান্ত হে প্রাণকান্ত প্রাণ বাচিবেনা। কওনা২ নাথ ও কথা কওনা ॥ তোমার বিহনে প্রাণ মনজের শর। পো ড়ায়ে করিবে খাক হেন কলেবর ॥ মলয়া অনিল তাহে হয়ে স্মর চর। জালাতন করিবেহে শুন প্রাণেশ্বর ॥ প্রিয় সীর খেদেতে খেদিত যুবরায়। সুমিষ্ঠ বচনে শান্ত করে ন প্রিয়ায় ॥ প্রিয়সীর কর রায় করিয়া ধারণ। ধিরে২ কহে রায় চুম্বিয়া বদন ॥ মিছে কেন ভাবীতেছ ওহে প্রাণা

ধিকা। তব সমা কেবা আছে স্বাধীন ভর্তৃকা॥ এতবলি প্রিয়সীর চুম্বিয়া অধর। বিদায় হইয়া তবে যান গুণাকর॥ যাত্রা করি সে দিবস বাহিরে রহিল। শ্রীহরিমোহনে কয় রজনী আইল॥ ৪০৪ ॥ ৪০৪ ॥

অথ রজনী বর্ণন।

সূর্য্যদেব অস্তগত, সায়ংকাল উপস্থিত,
বাস বৃক্ষে ধায় পক্ষীগণে।
স্বজনের হ্রাস দেখি, কমল হইয়া দুঃখী,
হইলেন মুদিত জীবনে॥
দিবাকর করানল, ক্রমে হইয়া প্রবল,
ত্রিভুবন দগ্ধ করেছিল।
পরে মন্দ সমীরণ, দিনান্তে করে বহন,
শান্ত করে তাপিত ভূতল॥
প্রকাশি শীতল কর, সুউদিত সুধাকর,
সুধা রাশি করে বরিষণ।
হেরি রায় পূর্ণ শশি, মনেতে উদয় আসি,
প্রিয়সীর পূর্ণ চন্দ্রানন॥
প্রিয়সীর ভাব স্মরি, উঠিলেন ত্বরা করি,
যাইবারে প্রিয়সী গোচর।
প্রেমেতে হয়ে আবেশ, অন্দরে করি প্রবেশ,
আশ্চর্য্য হেরিল গুণাকর॥
আলোতে পরি পূরিত, গৃহ সব আমোদিত,
হইয়াছে গোলাপ আতরে।

আশ্চর্য্য দেখিয়া কায, উপনীত যুবরাজ,
ধিরে২ আপন মন্দিরে॥
দেখে নিজ প্রিয়সীরে, উপপতি হৃদি পরে,
অচৈতন্য হইয়া নিদ্রায়।
হেরি এইরূপ সব, মহারাজ যেন শব,
বলে ভ্রান্ত হলো কি আমায়॥
প্রাণ তুল্য আমি যার, এ কর্ম্ম কি যোগ্য তার,
প্রাণেশের দিতে মনো দুঃখ।
আমি জানি সে ললনা, নাহি জানে আমা বিনা,
বিধাতা কি হইবে বৈমুখ॥
এতবলি রসরায়, স্থির নেত্রে দেখি তায়,
ক্রোধে হলো অগ্নির সমান।
অতপর মহীপাল, করে ধরি করবাল,
কাটিয়া করিল খান২॥
পরে দুই শব লয়ে, স্মশানেতে ফেলাইয়া,
মন্ত্রী কাছে আইলা রাজন।
প্রভাতা হলো যামিনী, সুউদিত দিনমণি,
আরবেতে করিলা গমন॥

পয়ার। চিন্তাযুক্ত রাজপুত্র করেন গমন। সুস্থির না হয় চিত্ত প্রিয়সী কারণ॥ মনোগত মন্ত্রণা না প্রকাশে সুধীর। সর্ব্বদা বিরষ থাকে পরাণ অস্থির॥ এইরূপে মন্ত্রী সহ যায় গুণাকর। কত দিনে পাইলেক আরব নগর॥ দূত গিয়ে ভূপতিরে দিল সমাচার। শুনি উথলিল তার সুখ পারাবার সভাসদ গণ সহ হয়ে অগ্রসর। গৃহেতে আনিল রায় নিজ

সহোদর॥ কুশল সংবাদ তায় জিজ্ঞাসে রাজন। ভালমতে অনুজ না করে আলাপন॥ প্রিয়সী কারণ তার পরাণ দহি-ছে। ভাল নাহি লাগে যাহা নৃপতি কহিছে॥ রমণী লাগিয়া তার কাতর জীবন। তৎকালে কি লাগে ভাল মিষ্ট আলা-পন॥ দেখিয়া ভায়ের ভাব বিস্ময় রাজন। বলে কেন দেখি হেন বিরষ বদন॥ কি ভাবে এ ভাব হলো না পারি বুঝি-তে। ভাবিত আছয়ে বুঝি প্রিয়সী ভাবেতে॥ আনয়ন করি রায় বারাঙ্গনা গণ। পাঠাইলা অনুজের যুড়াতে জীবন তথাপি সে ভাব তার না হয় অন্তর। প্রিয়সীর বিরহেতে অধিক কাতর॥ এইরূপে নৃপ বহু উপায় করিল। সুস্থ হওয়া দূরে থাকুক দ্বিগুণ বাড়িল॥ একদিন মহারাজ করিলা মনন। মৃগয়াতে অরণ্যেতে করিব গমন॥ তা হৈলে ভে-য়ের মন প্রফুল্ল হইবে। অন্তরের দুঃখ তার অন্তরেতে যাবে এইরূপে বিবেচনা করিয়া রাজন। আজ্ঞাদিলা সৈন্যগণে সাজিতে তখন॥ মৃগয়ার বেশ ভূষা করি গুণাকর। উপনী ত হলো আসি যথা সহোদর॥ বলে ভাই চল যাই মৃগ অন্যেষণে। একান্ত বাসনা মম হইয়াছে মনে॥ শুনিয়া জ্যেষ্ঠের বাণি সাহারজান কয়। মৃগয়াতে যেতে মম ইচ্ছা নাহি হয়॥ মহারাজ নিবেদন তব চরণেতে। আপনি স্বয়ং জান মৃগয়া করিতে॥ এতশুনি মনোদুঃখে আরব রাজন। মৃগ অন্যেষণে বনে করিল গমন॥ হেথায় ভবনে থাকি রা-জার নন্দন। সদা মন উচাটন প্রিয়সী কারণ। কিছুতে না পান সুখ সদা প্রাণ পোড়ে। মনদুঃখে দাড়ালেন গবা-ক্ষের দ্বারে॥ অন্দর মহল তথা হৈতে দেখা যায়। ম্লানমুখে

মনদুঃখে বসিলা তথায়॥ দিবা অবশান হৈল আইল যামি নী। ত্রিভূবন ব্যাপেন আসিয়ে তমস্বিনী॥ হেনকালে সখী সহ রাজ সিমন্তিনী। নানা বেশ ভূষা করি স্বরঙ্গ নয়নী সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে অনঙ্গে মাতিয়ে। বাটি অন্তঃপাতি বনে প্রবেশিল গিয়ে॥ হেনকালে আইল মোগল দশজন। দশ সখী লয়ে তারা করিল গমন॥ একাকিনী রাজরাণী তথায় রহিল। মছলং বলি করতালি দিল॥ তৎক্ষণাৎ আইল তথা দৈত্য একজন। হেরিয়া মহিষী অতি আনন্দিত মন॥ প্রেমাবেশে হেসেং নাগরী নাগরে। মন সাধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে॥ প্রাণেশেরে পেয়ে কোলে বামা হৃষ্ট মন। তখনি মনজ রসে মজাইল মন॥ প্রেমের আবেশে দোঁহে উলঙ্গ হইয়ে। করেন অনঙ্গ খেলা অনঙ্গে মাতিয়ে॥ প্রেমা বেশে বিনোদিনী কাঁপিয়েং। প্রাণকান্তে ধরে ধীরা চাপিয়ে চাপিয়ে॥ হেরি সাহারজান হলো প্রফুল্ল বদন। আপনি প্রবোধ দেয় মনেরে তখন॥ সংসারের রিতি এই আছে পূর্ব্বাপরে। মিছা কেন তনু কালি করি নারী তরে॥ মনের যে দুঃখ তার অন্তর হইল। নিত্য সুখ আসি তারে কোলেতে করিল॥ হেনকালে সাহারিওর মৃগয়া হইতে। উপনীত হলো আসি নিজ আলয়েতে॥ ভায়ের প্রফুল্ল দেখি প্রফুল্ল হইল। মনের বেদন তার সব দূরে গেল॥ অনুজে জিজ্ঞাসে রায় সুমধুর স্বরে। ইহার বৃত্তান্ত ভাই কহিবে আমারে॥ পূর্ব্বেতে আছিলে তুমি মৌন অতিশয়। অকস্মাৎ দেখি কিসে প্রফল্ল হৃদয়॥ যুবরাজ কহে শুন ওহে নররায়। প্রফুল্ল

হইল মন ঈশ্বর কৃপায়॥ নৃপ কন প্রবঞ্চনা কর কি কারণে। বিস্তারিয়ে কহ ভাই শুনিব শ্রবণে।

শুন ওগো মহারাজ২। আশ্চর্য্য দেখিলাম আমি রমণীর কায॥ যবে হেথা আমি আসি২। সে সময় পড়ে মনে প্রিয়া মুখ শশী॥ যাই দেখিতে প্রিয়ায়২। দেখি উপপতি হৃদে শুয়ে নিদ্রা যায়॥ হয়ে ক্রোধে হুতাশন২। অসী ধরি উভয়েরে কাটিয়ে তখন॥ শব শশানে ফেলায়ে২। মন্ত্রী সঙ্গে মন দুঃখে এলেম চলিয়ে॥ মম তদবধি মন২। প্রফুল্লিত নাহি হয় সদা উচাটন॥ মম প্রিয়সীর দায়২। তোমার উপায় যত হলো নিরুপায়॥তুমি মৃগয়াতে যেতে২। ঐরূপ তব প্রিয়ে দৈত্যের সহিতে॥ প্রেম ঢলাঢল হয়ে২। করিলা মনজ লীলা মনজে মাতিয়ে॥ তাই প্রফুল্ল হইনু২। সংসারের এই রীতি মনেতে ভাবিনু॥ শুনি নবীন রাজন২। বিস্ময় হইয়া কয় অনুজে তখন॥ যদি পার দেখাইতে২। চিরদিন বন্দি রব তোমার গুণেতে॥ যদি তাহা নাহ পার২ অবিলম্বে পাঠাইব শমন নগর॥ শুনি সাহারজান কয়২। অবশ্য তোমারে দেখাইব মহাশয়॥ কর মৃগয়ার ছল২। তবে সে দেখিতে পাবে রমণীর কল॥ শুনি নবীন রাজন২ নারী রীত দেখিবারে হইল মনন॥ ছল করি মৃগয়ার২। লুকায়ে রহিল ঘরে না যাইল আর॥ গবাক্ষের দ্বারে গিয়ে২। নিস্তব্ধেতে দোহে তথা রহিল দাড়ায়ে॥ হলো নিশী আগমন২। উদ্যানে আইল রাণী সহ সখীগণ॥ কামে অধৈর্য্য হইয়ে২। করিলেন রঙ্গ রস নাগরে লইয়ে॥ এত দেখিয়ে রাজন২। সে নিশী অসুখে রায় করিল বঞ্চন॥ প্রাতে উঠিয়া

ভূপাল প্রাতে উঠিয়া ভূপাল। দুই আঁখি রাঙ্গা যেন কালান্তের কাল॥ করে করবাল ধরি২। কাটিল রাণীরে আর দশ সহচরী॥ কহে অনুজের প্রতি২। চল ভাই বনে যাই গৃহে নাই মতি॥ ছার রমণী বদন২। প্রতিজ্ঞা করিনু না হেরিব কদাচন॥ অতি কঠিন পরাণ২। ত্রিভুবনে নাহি হেরি রমণী সমান॥ হরি পুরুষের মন২। ফেলায়ে কামের কূপে বধয়ে জীবন॥ ছার নারী নাহি চাই২। চল বনে নিত্য ধনে আরাধিব ভাই॥ শুনি সাহারজান কয়২। নারী প্রতি এত দ্বেষ কেন কেন মহাশয়॥ সংসারের এই রীতি২। প্রত্যেক নারীর আছে দুই২ পঁতি॥ শুনি কহিছে রাজন২। অজ্ঞান বালক তুমি না জান কারণ॥ মন হয়েছে উদাস২। পাপিনী নারীর প্রেমে আর নাহি আশ॥ জাব অরণ্যে চলিয়ে২। তুমি নহে থাক ভাই রমণী লইয়ে॥ গৃহে রবনা রবনা২। পাপী নারীর প্রেমে আর মজিবনা॥ শুনি ভায়ের উত্তর২। মৃদুস্বরে কহে রায় যোড় করি কর॥ মহারাজ নিবেদন২। আমাদের সম যদি পাই কোনজন॥ তবে আসিবে ভবন২ এরূপ প্রতিজ্ঞা আগে করহ রাজন॥ শুনি অনুজের বাণি২ তখনি প্রতিজ্ঞা করিলেন দণ্ডপাণি॥ রাজ্য মন্ত্রীবরে দিয়ে২ অরণ্যেতে প্রবেশিল স্বরাজ্য ত্যজিয়ে॥

ম্লান মুখে দুইজনে চড়ি দুই হয়। প্রিয়ার প্রেমের দায় দেশান্তরি হয়॥ নানা বন বনান্তর এড়াইল রঙ্গে। পথের দোসর মাত্র সহোদর সঙ্গে॥ মনলোভা বনশোভা দেখিতে সুন্দর। নানাবিধ বৃক্ষ শোভে অতি মনোহর॥ বৃক্ষের ছায়ায় ঢাকে রবির কিরণ। দিবা নিশি ত

থায় না হয় নিরূপণ ॥ বনে২ যায় দোহে স্মরিয়া ঈশ্বরে কতদিনে উপনীত বারিধির তীরে॥ উত্তাল তরঙ্গ দেখি উড়িল জীবন। নিদাগের মেঘ সম করিছে গর্জ্জন॥ হেন কালে অস্তাচলে চলে দিনমণি। তিমির বসন পরি আইল রজনী॥ এক বৃক্ষ মূলে হয় করিয়ে বন্ধন। প্রাণ ভয়ে বৃক্ষোপরি উঠিল দুজন॥ ক্ষণেক সময় পরে দেখিতে দেখিতে। অনলের শিখা ওঠে সমুদ্র হইতে॥ তাহা হৈতে এক দৈত্য উঠিল ত্বরায়। ভয়ঙ্কর বেশ এক সিন্দুক মাথায়। ধিরে২ আসি দৈত্য সেই বৃক্ষ মূলে। সিন্দুক রাখিয়া তথা বৈসে হৃষ্টহলে॥ ক্ষণেক সময় পরে সিন্দুক খুলিল। তাহা হইতে এক নারী বাহির হইল॥ নবীনা ষোড়শী বামা অতুলনা রূপ। ত্রিভুবনে নাহি হেরি সেরূপ স্বরূপ॥ সুধাকর জিনি তার সুধাংশু বদন কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন রঞ্জন॥ অতপর সুধাপান করি দৈত্যরায়। নিদ্রায় অবশ হয়ে পড়েন ধরায়॥ অচৈতন্য দৈত্যরাজে নিরীক্ষণ করি। ইতস্তত স্থানে স্থানে ভ্রমেণ সুন্দরী॥ ভ্রমিতে২ ধনী বৃক্ষপানে চায়। অকস্মাৎ রাজ পুত্রে দেখিবারে পায়॥ আকুল হইল ধীরা মদনের শরে। ঝর ঝর স্বাদ ঝরে স্বম্বরিতে নারে॥ মদনে মাতিয়ে কহে দুজনার প্রতি। দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ বাঁচাও যুবতী॥ শুনিয়া বালার বাণি হইল অবাক। থর থর কাঁপে অঙ্গ নাহি শরে বাক॥ পুনর্ব্বার কহে বালা দুজনে তখন। শীঘ্র আইস নহে দৈত্য বধিবে জীবন॥

প্রাণ ভয়ে দোহে আসি রমণীর পাশে। সুমধুর ভাষে রমণীর প্রতি ভাষে ॥ এমন রমণী তুমি না মেলে ধ্ব না। কি হেতু এ দৈত্য গ্রস্থ স্বরূপ বলনা ॥ শুনিয়া যুবতী কয় শুন যুববর। আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর ॥ পঞ্চম বৎসর মম বয়স যখন। দুরাশয় দৈত্য মোরে করিল হরণ ॥ লোকের মুখেতে শুনি অবিশ্বাসি নারী। সিন্দুক মধ্যেতে মোরে রাখে যত্নকরি ॥ আমি কহিলাম শুন দৈত্য মহাশয়। রমণীরে কষ্ট দেওয়া উচিত না হয় ॥ দৈত্য কয় শুন ধনী তার বিবরণ। শুনিয়াছি অবিশ্বাসি রমণীর মন ॥ উপপতি তোমারে হে করিতে না দিব। সিন্দুকেতে যতনেতে সর্ব্বদা রাখিব ॥ শুনিয়া দৈত্যের বাণি কহিলাম তায়। আমি যদি মনে করি কে রাখে আমায় ॥ সিন্দুক মধ্যেতে থাকি ওহে দৈত্য পতি। একশত অষ্ট করিব হে উপপতি ॥ দৈত্য কাছে এই রূপ সত্যে বান্ধা আছি। একশত ছয় উপপতি করিয়াছি ॥ তোমরা দুজন হলে পণপূর্ণ হয়। রাখহে প্রতিজ্ঞা মম হইয়া সদয় ॥ প্রাণ ভয়ে দুইজনে স্বিকার করিল। রমণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণিত হইল ॥ দুজনার হস্তাঙ্গুরী যতনে লইয়া। দৈত্য কাছে গেল ধনী প্রতিজ্ঞা পুরিয়া ॥ হেনকালে অবশান হলো তমস্বিনী। সুউদিত বিভাকর মুদিত পদ্মিনী ॥ নিদ্রা ত্যজি দৈত্যরাজ সত্বরে উঠিয়া। যতনেতে প্রিয়সীরে সিন্দুকে পুরিয়া ॥ প্রবেশ করিল গিয়া জলধি জীবনে। স্বরাজ্যে আসিল রাজপুত্র দুইজনে ॥ নারী রীত বিপরীত করিলে শ্রবণ। তাই

[পা]ল রমণীতে নাহি প্রয়োজন॥ অতএব যুবরাজ থাক ধৈর্য্য ধরে॥ মিছা কেন দুঃখ পাও রমণীর তরে॥ যুবরাজ কহে সত্য কহিলা সকল। কিন্তু তার প্রমানলে পরাণ বিকল॥ প্রবোধ না মানে মন্ত্রী আমার এমন। তার প্রেম পথে সদা করিছে ভ্রমণ॥ কেমনে পাইব তারে বলনা উপায়। জলিতেছে প্রাণ মন বিরহ জ্বালায়॥ আর বুঝি দেহে প্রাণ আমার না রহে। তনু জর জর হলো যাতনা না সহে॥ এতবলি মন দুঃখে নবীন রাজন। সন্যাসীর বেশ শেষ করেন ধারণ॥ বলে রাজ্য ধন জনে নাহি প্রয়োজন। প্রিয়সীরে পাইবারে ভ্রমিব কানন॥ প্রিয়সীর দায় রায় স্বদেশ ছাড়িল। অনন্তর বনে গিয়ে প্রেবেশ করিল॥ প্রিয়সীর অন্যেষণ করিতে২। প্রেবেশিল রসময় দুর্গম বনেতে॥ এই রূপে বনে২ যায় রসময় সরস বসন্ত ঋতু ভূবনে উদয়॥

অথ বসন্ত বর্ণন।

কালের প্রধান কাল, আসিয়া বসন্ত কাল,
ধরা পাল হইল ধরায়।
স্বভাবের ভাব যত, ক্রমে হয়ে অনুগত,
অবিরত রাজ গুণ গায়॥
কোকিল নকিব বেশে, ধাইয়া গগণ দেশে,
দেশে দেশে করিছে প্রচার।
এই সসাগরা ধরা, হলো এবে সুখে ভরা,
বসন্ত রাজার অধিকার॥

ছিল হিম ভীম বেশি, হইয়া পরম ক্লেশি,
ধরাধরে করিল প্রবেশ।
আর কারে করি ভয়, অরি চয় পরাজয়,
সুখময় ভরতের দেশ॥
ছিল যত দল বল, কার বলে করে বল,
হত 'বল করে পলায়ন।
ভূপাল হইলে ভুয়া, বিপক্ষ পাইলে যুয়া,
সেনাগণ কোথা করে রণ॥
মহীতে কামিনী ফুল, মোহিতে কামিনী কুল,
মুকুল হইল সুবিস্তার।
ফুটিল অশোক ফুল, খালি বিহীর শূল,
কে দিল অশোক নাম তার॥
শুনিয়া কুহুর তান, পিককুল করে গান,
শুনিয়া যুড়ায় প্রাণ মন।
ভ্রমর ভ্রমরীগণ, মধু করি অন্বেষণ,
নানা ফুলে করয়ে ভ্রমণ॥
নানা বন উপবন, পুষ্পে শোভে তরুগণ,
মল্লিকা মালতী জাতি যূথি।
অশোক কিংশুক চয়, গন্ধরাজ গন্ধ বয়,
সেফালিকা গোলাপ সেঊতি॥
বেল জুঁই হৃষ্টযুতা, চম্পক মাধবী লতা,
কুমুদিনী নীরে প্রফুল্লিত।
পুন্নাগ রঙ্গন গেঁদা, চামেলি রজনীগন্ধা,
কামিনী বকুল প্রস্ফুটিত॥

কাটায়ে সীতের দায়, বারবধূ বার দেয়,
পথপানে ঘন২ চায়।
আনন্দে সকলে মিলে, ফাগু খেলে এই কালে,
দোলে২ রাধা শ্যামরায়॥
এইকালে পতি কোলে, যারা থাকে স্বস্তহলে,
করে ফাগু মাখামাখি গায়।
বিয়োগীর মনাগুণ, তাহাতে বাড়ে দ্বিগুণ,
চক্ষু নীরে বক্ষ ভেষে যায়॥
যত জ্বরা জীর্ণ রোগী, সবে হলো সুখভোগী,
পুন যেন পাইল নব তন।
ফুলধনু ধনু ধরে, আইল মহা দর্পকরে,
মূর্ত্তিমান আবার অতনু॥
একে দূরন্ত সময়, তাহে বায়ু সদা বয়,
মন্দ২ গন্ধে আমোদিত।
তাহে পুন নিশাকর, শীতকর সুধাকর,
অমিয় কিরণে সমুদিত॥
মধুকর গান করে, পিকবর স্বস্বরে,
পঞ্চস্বরে পঞ্চম মিলিত॥
শুনি তাহা সর্ব্বজন, আহ্লাদিত হয় মন,
স্মর শরে আরো উৎকণ্ঠিত॥

—⊳⊳|◁◁—

বসন্ত আগমনে হুমারীর খেদ।

হাতেম নন্দিনী, যেন পাগলিনী, কান্দিয়ে২ বলে।
দারুণ বসন্ত, সমান কৃতান্ত, সুউদয় ভূমণ্ডলে॥

কোথা ওহে প্রাণ, জ্বলে মম প্রাণ, দারুণ মদন বাণে।
জ্বলিছে জীবন, নহে নিবারণ, প্রাণাধিক তোমা বিনে॥
তুমিত সুজন, নহ কদাচন, কঠিন তোমার প্রাণ।
দুঃখের পাথারে, ফেলিয়ে বালারে, হানিলে বিচ্ছেদ বাণ॥
যদি প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়, এই দুঃখ মাত্র হয়।
না হৈতে আলাপ, বিচ্ছেদ প্রলাপ, দেখিতে হলো দোহায়
নিশা অবশানে, কেবল নয়নে, দেখেছি তোমার রূপ।
সে দিন হইতে, ভাবিতে২, লাবণ্য হলো বিরূপ॥
তবু অচেতন, নিদ্রায় তখন, আছিলে হে প্রাণধন।
হায় হায় হায়, ঘটিল এ দায়, বদন করে চুম্বন॥
বলিতে বলিতে, ধনী আচম্বিতে, ছুটিয়ে বাহিরে যায়।
গগনে রূপসী, হেরী পূর্ণ শশী, কান্ত মনে পড়ে তায়॥
তখন মদন, ধরি শরাসন, হানিল বালার কায়।
আলু থালু ধনী, হইয়ে অমনি, ধরায় পড়ে ত্বরায়॥
কতক্ষণ পরে, উঠিয়ে সত্বরে, হাহাকার করি কয়।
ওহে প্রাণধন, দেহ দরশন, আর দুঃখ নাহি শয়॥
ধিক ফুলবাণ, অবলারে বাণ, হেন না হেন না আর।
প্রাণ প্রিয় জন্য, লাবণ্য বিবর্ণ, হয়েছে দেখ আমার॥
তাহার কারণ, সদা সর্ব্বক্ষণ, ভাসি হে নয়ন জলে।
শুনহে মদন, নহে নিবারণ, ঝাপদিলে সিন্ধু জলে॥
কেন তদুপরি, বাণবৃষ্টি করি, বালার বধ জীবন।
তার আশা করি, আছি প্রাণধরি, নতুবা হতো নিধন॥
হেরি সে রতন, ভূলেগেছে মন, আর কি ভুলিতে পারি।
তাহার কারণ, জীবন এখন, রাখিয়াছি যত্ন করি॥

লুসির বিরহ।

উদয় বসন্ত মহীতলে দেখ২ রে। নাথের বিরহানল প্রাণেতে না সহে রে।। হের এ উদয় শশি যেন বিষধর রে। অবলা শরলা বালা কত জালা সয় রে।। দারুণ বিরহানল অন্তরে প্রবল রে। জলেতে দ্বিগুণ জ্বলে না হয় শীতলরে। কিসে যাবে এ যাতনা কার কাছে কইরে।। এমন দুখের দুখি মেলে আর কইরে। পরের বেদনা পরে জানে কি আভাসে রে। প্রকাশে অশেষে শেষে করে উপহাস রে। এই হেতু মনে২ রাহি ম্রিয়মাণ রে।। কিন্তু যে অবোধ মন প্রবোধ না মানে রে। হলো দায় হায়২ কি বিরহ জ্বালা রে।। সার বুঝি এইবার প্রাণ মোর যায় রে। তাহাতে বসন্তকাল কাল বিষধর রে।। দংশনেতে জর২ দেহ নিরন্তর রে। মম প্রতি প্রতিকূল পিক অলিকুল রে। মলয়া অনিল দেয় দুর্গতি অপার রে।। কব কি সে দুঃখ অতি নাহি পারাবার রে। অতনু তাড়না সহ্য নাহি হয় তায় রে।।

লুসির বিরহে সখীগণের উক্তি।

পয়ার। এইরূপে বিনোদিনী নাথের বিরহে। ধরিতে না পারে প্রাণ কান্ত ধ্যানে রহে।। বিষম বিরহ বিষে দেহ জালাতন। ভাবি২ কালি হলো সোণার বরণ।। নাহি রোচে অন্ন জল তিলে নয় সুখি। কেবল প্রিয়র ধ্যানে থাকে বিধুমুখী।। লাবণ্য বিবর্ণ হলো মুখে নাই রস। বন্দি প্রায় থাকে গৃহে সর্ব্বদা বিরষ।। অসহ্য বিরহ জালা বালা কত সয়। তেমন রূপের ডালি হলো মসীময়।। বিশেষত বসন্তের শুভ আগমনে। প্রমাদ গণিছে ধনী নাথের বিহনে

দেখি সখীগণ সবে করে হায়২। বলে হায় একি দায় হলো প্রমদায়॥ সাঙ্গনী সকলে মেলি জিজ্ঞাসে বালায়। কেন সখী হলে হেন বিষাদিনী প্রায়॥ সুবর্ণ সুবর্ণ সম বরণ তোমার। ভাবিয়ে২ কেন করিলে অঙ্গার॥ তবানন হেরি ধনী লাজ পায় শশী। কি দুঃখে মনের খেদে করিয়াছ মসী॥ কিবা কোন নাগরেরে হেরিয়া নয়নে। হইয়াছ বিষাদিনী তাহার বিহনে॥ সে বুঝি আঘাত করি কটাক্ষের শর। তোমার অন্তর হৈতে হয়েছে অন্তর॥ সখীর বচনে কিছু না কহে বচন। কান্ত রূপ ভাবে সদা মুদিয়া নয়ন॥ ভাবিতে২ ধনী হয়ে অচেতন। ধরায় ত্বরায় বালা করিল শয়ন॥ ধরাতলে রাজবালা হয়ে অচেতন। হৃদিপদ্মে কান্ত রূপ করেন চিন্তন॥ হৃদিপদ্মে প্রাণনাথে ভাবিতে২। ক্ষণেক কাল পরে আর না পায় দেখিতে॥ হাহাকার করে ধনী উঠিয়ে তখন॥ বলে কেবা প্রাণনাথে করিল হরণ॥ এইছিল প্রাণপ্রিয় হৃদয়েতে মোর। হায়২ কোথা গেল একি দুঃখ ঘোর॥ কে হেন নিষ্ঠুর হলো আহামরি মরি। হৃদি হইতে প্রাণনাথে করিলেক চুরি এইরূপ বহু খেদ করিয়া সুন্দরী। অচেতনে ধরাপরে রহিলেক পড়ি॥ নিকটেতে আসি যত প্রিয় সহচরী। তুলিলেক ধরা হইতে ধরাধরি করি॥ সুশীতল নীর মুখে প্রদান করিল। মূর্চ্ছা ত্যজি বিনোদিনী নয়ন মেলিল॥ বিনয়ে বালারে কয় সহচরী গণ। রাখ সখী আমাদের একটি বচন॥

সুখের বসন্তে তব নিকুঞ্জ কানন।
ফল ফুলে হইয়াছে অতি সুশোভন।
চল তথা মন, ব্যথা হবে নিবারণ।

কুমারীর সখীসনে উপবনে গমন।

পয়ার। শুনি সঙ্গিনীর বাণি রাজার কুমারী। চলিলেন উপ বনে সহ সহচরী॥ বিরহিনী অনাথিনী দেখিয়া বালায়। দর্পকধ্বি ফুলবাণ হানে বাণ তায়॥ দারুণ কামের বাণে অ বলা সরলা। প্রাণ বল্লভের ভাবে হইল বিহ্বোলা॥ কমল কমল মুখী করি দরশন। খেদে কেন্দে বলে রামা সজল নয় ন॥ ওগো সখী নিরীক্ষিয়ে অমল কমল। দ্বিগুণ প্রবল হলো বিরহ অনল॥ চল২ চল সখী চল অন্য বন। কমলে দে খিয়ে কেন জলে গো জীবন॥ পিকবর কুহুস্বরে করে জ্বালা তন। অতসী অশোকে হয় শোক উদ্দীপন॥ মলয়া অনিল সখী হয়ে স্মর চর। ঐ দেখ কাম সহ হানিতেছে শর॥ মধুকর মধুলোভে করে গুণ২। বিরহিনী দেখে মোরে সকলে বিগুণ কেন সখী নিয়ে এলি নিকুঞ্জ কাননে। অবলা সরলা বালে ব বধিতে পরাণে॥ আর সখী পাপ প্রাণ রহে না আমার বিনে সেই গুণাধার প্রাণের আধার॥ আহা মোর প্রেমাধা র প্রাণের রতন। আহা মোর প্রিয় কোথা রহিলে এখন। আহা প্রাণ দেহে আর পরাণ না রহে। হলো প্রাণ ওষ্ঠা গত বিষম বিরহে॥ আর না সহিতে পারি বিরহ বেদন। কোথা ওহে চিত্তগামি দেহ দরশন॥ বলিতে বলিতে ধনী মুদিয়ে নয়ন। অচেতনে ধরাপরে করিল শয়ন॥ দেখি সখীগণ সব তুলি লয়ে কোলে। সুশীতল জল দেয় বদন কমলে॥ সঙ্গিনীর কোলে ধনী পাইয়া চেতন। ভাবিয়া প্রিয়ের ভাব করেন রোদন॥

কান্দিয়ে কান্দিয়ে কহে সখীরে তখন।
ওগো সখী চল চল চলগো ভবন।
এখানে থাকিয়ে প্রাণ করেগো কেমন।

সঙ্গিনীর স্কন্ধে কর দিয়ে রাজ বালা। চলিল ভবনে ধনী যেন মাতোয়ালা॥ গৃহে আসি মন দুখে ষোড়শী নবীনা। ধুলায় রহিল পড়ে হয়ে জ্ঞান হীনা॥

অথ হুমারের চিন দেশ প্রাপ্ত।

হেথায় নৃপতি সুত প্রিয়া প্রেমাবেশে' বনে২ ভ্রমে ধির সন্যাসীর বেশে॥ বিরহ অনল হৃদে হইল প্রবল॥ কান্দিয়ে২ কহে চক্ষে বহে জল॥ কোথা হে প্রাণের প্রাণ দেহ দরশন। তোমার বিহনে শূন্য দেখি ত্রিভুবন। হায়২ প্রাণ যায় কে মিলাবে তারে। কোথা গেলে বিধি নিধি দিবেন আমারে॥ আর কি পাইব আমি সে প্রাণ রতন। দহিছে বিরহে প্রাণ কি করি এখন॥ এইরূপে বনে২ যায় রসরায়। কত কষ্টে কত দিনে চিনদেশ পায়॥ তথায় যাইয়ে করে প্রিয়ে অন্যেষণ। ইতস্তত স্থানে২ করিয়া ভ্রমণ॥ দৈবে এক সরোবর দেখিবারে পায়। ক্লান্ত হয়ে রাজ পুত্র বসিল তথায়॥ হেনকালে কতগুলি নবীনা নাগরী। বারি লইবার হেতু আইসে তাড়াতাড়ি॥ ষোল ঊর্দ্ধ নাহি কারো বয়েস নবীনা তড়িৎজনিয়া রূপ চন্দ্রনিভাননা॥ পীনোন্নত পয়োধরা যৌবনের ভরে। অধরে না ধরে হাসি রসে ঢলে পড়ে॥ যোগীরে দেখিয়ে বলে দেখ প্রাণসই। সরোবর ধারে যোগীরূপেবসেঐ এ নবীন বয়েসে হয়েছে জটাধারি। আমরি কি প্রাণে বেঁচে আছে ওর নারী॥ কি দুঃখে ও চাঁদ মুখে মাখিয়াছে ছাই।

চলং সন্যাসীরে বারতা সুধাই॥ এতবলি সন্যাসীর নিকটে আসিয়ে। সুমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে॥ কিবা নাম ধর তুমি কাহার নন্দন। কেন করিয়াছ ছাই অঙ্গের ভূষণ॥ এতেক শুনিয়া কয় নৃপতি নন্দন। কোথা হইতে তোমাদের হলো আগমন॥ আপনারা কেবা আগে দেহ পরিচয়। কিবা এ দেশের নাম রাজা কেবা হয়॥, কয় কন্যা ভূপতির কয়বা নন্দন। বিবরিয়ে কহ মোরে করিব শ্রবণ॥ তারমধ্যে এক রামা বয়েসে প্রবীণা। হাসিয়া যোগীরে কয় প্রফুল্ল ব দনা॥ চিন এ দেশের নাম ব্যক্ত চরাচর। হাতেম নামেতে হেথা চিনের ঈশ্বর॥ একটি তনয়া মাত্র নাম তার লুসি। ত্রিভূ বনে নাহি হেরি তেমন রূপসী। কিন্তু কি অসুখে সদা থাকে বিমুখী। তাহার কারণ রাজা রাণী সদা দুখী॥ এই কথা নগরেতে আছয়ে প্রচার। আরোগ্য করিবে যেবা কন্যারে তা হার॥ অর্দ্ধেক রাজত্ব তারে করিবে অর্পণ। আর পাইবেক সেই তনয়া রতন॥ পাইয়া লুসির বার্ত্তা নবীন রাজন। আ নন্দ বারিধী নীরে হইল মগন॥ রূপসী গণেরে নিজ পরিচয় দিয়ে। তথা হৈতে রসময় চলিল উঠিয়ে॥ ঘোর অন্ধকারে রাজবর্ত্মে আলো পেয়ে। পথিক যেমন যায় আনন্দিত হয়ে দরিদ্র পাইলে করে অমূল্য রতন। তৎকালে আনন্দ তার জন্মায় যেমন॥ বৈশাখে প্রখর রৌদ্রে চাতকের মন। প্রফু ল্লিত হয় বারি হলে বরিষণ॥ সংযোগ প্রফুল্য হয় বসন্ত আ ইলে। সুখি হয় অন্ধ যেমন চক্ষুনিধি পেলে॥ বিয়োগি যদ্রূপ সুখি হইলে মিলন। ততোধিক সুখি হৈলা রাজারনন্দন॥ আ নন্দ নাধরেগায় চলে পায়ং। উপনীত হলো রাজভবনযথায়

দ্বারের সম্মুখে ঘন্টা দেখিবারে পেয়ে।
প্রতিবাসি নিকটেতে কারণ জানিয়ে॥
বাজাইল ঘণ্টা রায় প্রেমে মত্ত হয়ে।

শুনিয়া ঘন্টার নাদ নৃপতি সুজন। পাঠাইল মন্ত্রীবরে জানিতে কারণ॥ মন্ত্রীবর যোগীবরে করি দরশন। সুমধুর স্বরেকয় যোগীরে তখন॥ যে আশার আশে আসিয়াছ এখানেতে। তাহার সুসার কিহে পারিবে করিতে॥ শুনি যোগীবর কয় কি ভয় তাহাতে। এমন করিব ভাল হইবে যাহাতে॥ শুনি মন্ত্রী যোগীবরে সত্বরে লইয়া। যথায় রাজন তথা উত্তরিল গিয়া॥ যোগীবরে মহারাজ কহেন তখন। পারিবে কি রোগ করিবারে নিবারণ॥ যোগী কহে মহারাজ শুন মন দিয়া। করিব রোগের নাশ পাত্রিকা লিখিয়া॥ শুনিয়া যোগীর বাণি সবে সায় দিল। স্মরিয়া ঈশ্বরে ধির পাত্রিকা রচিল॥

রাজ পুত্রের পত্র প্রেরণ।

এ দীনের সমাচার শুন প্রাণেশ্বরী। অদ্যাপিত আছে প্রাণ তব আশা করি॥ তব লাগি যোগী বেশ করিয়া ধারণ। কত দেশ দেশান্তরে করেছি ভ্রমণ॥ বিরহ অনলে নিজ দেহ জালাইয়ে। পাইয়াছি বহু কষ্ট তোমার লাগিয়ে॥ এবে বিধি মম প্রতি হয়ে অনুকুল। দুঃখের সাগরে দেখাইয়া দিল কুল পরিত্যাগ কর ধনী মনের যে খেদ। আসিয়াছি প্রাণ তব ঘুচাতে বিচ্ছেদ॥ যামিনী যোগেতে দেখা দিয়ে প্রাণেশ্বরী। পলায়েছ বিনোদিনী মন প্রাণ হরি॥ মনচোরে ধরিবারে করিয়ে যতন। যোগীবেশে আসিয়াছি ত্যজি রাজ্য ধন॥ প

খের যে দুঃখপ্রাণ কহনে না যায়। কেবল এ প্রাণ ছিল তোমা র আশায়॥ বনেং ফল তুলেখাইয়াছি প্রাণ। এত কষ্টে প্রাণ তব না ছাড়িল ধ্যান॥ যে দুঃখে এসেছি প্রাণ সে দুঃখ কে জানে। যার দুঃখ সেই জানে আর জানে জানে॥ তুমিত হে আছ প্রাণ গৃহে আপনার। সুখের সাগরে সদা দিতেছ সাঁতার॥ সখী সঙ্গে রঙ্গে ধনী প্রেমের আ বেশে। সর্ব্বদা সুখেতে আছ মনের হরিষে॥ আনন্দে রয়েছ প্রাণ প্রেমে হয়ে ভোর। তোমার কি ক্ষতি প্রিয়ে যে ক্ষতি সে মোর॥ এইরূপে রসময় পত্রিকা রচিল। অঙ্গুরী টি তার মধ্যে যতনে রাখিল॥ পরে দুতী সহযোগে নবীন রাজন। পত্রিকা পাঠায়ে দিল প্রিয়ার সদন॥ দুতী আসি শীঘ্র গতি অতি সমাদরে। পত্রিকা প্রদান করে রাজকন্যা করে॥ পত্রিকা পাইয়া করে পড়িল যতনে প্রেম সিন্ধু উথলিল অঙ্গুরী দর্শনে॥ পাইয়া প্রিয়ের পাঁতি প্রিয়ে হৃষ্ট মতি। আনন্দ সাগর নীরে ভাসিল যুবতী॥

অথ কুমারীর পত্র প্রেরণ।

দুঃখিনীর সদুত্তর শুন প্রাণধন। অদ্যাবধি আছে প্রাণ তোমার কারণ॥ যেই দিন নিশি যোগে দেখেছি তোমায়। তদবধি দহে প্রাণ বিরহ জ্বালায়॥ বিধি মোর জন্মকালে লিখেছে কপালে। তোমা বিনা প্রাণ পতি নাহি কোন কালে॥ মনেং মন মালা করেছি বদল। তবে কেন দগ্ধ করে বিরহ অনল॥ সুখের বসন্তে সবে প্রাণ পতি সনে। নিভায় বিরহানল বসি একাসনে॥ আমার

বিরহ তাহে বাড়য়ে দ্বিগুণ। শলিল চন্দন চুয়া যেমন আগুন। কিছুতে না পাই সুখ সদা পোড়ে প্রাণ। তাহাতে জালায় আরো মদনের বাণ॥ শুদ্ধ তব প্রেম লাভ করিব বলিয়ে। রেখেছি এ প্রাণ প্রাণ বিরহে জালায়ে। আশা আছে তব সহ হবে দরশন। নতুবা যেতেম কবে শমন ভবন॥ কিরূপে কহিলে নাথ এ সকল কথা। অন্তরেতে আজি বড় পাইলাম ব্যথা॥ আমার মনের কথা জানেন গোসাঞী। তুমি মম প্রাণ পতি যত দিনে পাই এইরূপে লিখি ধনী পত্রের উত্তর। প্রিয়ের অঙ্গুরী দিল তাহার ভিতর। পরে দূতী করে করি পত্র সমর্পণ। প্রাণ প্রিয় নিকটেতে করিল প্রেরণ। পাইয়া প্রিয়ার পাতি প্রিয় হৃষ্ট মন। প্রমানন্দে হৃদয়েতে করিল স্থাপন॥

অথ কুমারীর পিতার প্রতি পত্র প্রেরণ।

মহারাজ নিবেদন, পীড়া মম নিবারণ, হইয়াছে ঈশ্বর কৃপায়। শুনহ সারোদ্ধার, দুঃখ না ভাবিহ আর, পীড়া শূন্য হইয়াছে কায়॥ একদিন নিশি যোগে, হেরে এই মহাভাগে, লাবণ্য বিবর্ণ হয়েছিল। তুষ্ট হয়ে ভগবান, বালার রাখিল প্রাণ, বিধি নিধি মিলাইয়ে দিল॥ অন্ত এব নিবেদন, করো পিতা আয়োজন, বরণ করিব যোগী বরে। উনিতো সামান্য নয়, রাজাধিরাজ তনয়, ছদ্ম বেশে তোমার গোচরে॥ আমার বিচ্ছেদ দায়, বঞ্চিয়া পিতা মাতায়, আসিয়াছে আমার কারণ। এইরূপে বিনো দিনী, লিখি পত্র একখানি, পাঠাইল পিতার সদন॥ পাইয়া কন্যার পাতি, আনন্দিত নরপতি, পত্র খুলি

পড়িলা যতনে। কন্যার মনন জানি, অত্যন্ত প্রমোদ গণি প্রেম সিন্ধু উথলিল মনে ॥ আনন্দে পুলক কায়, যোগীরে সুধান রায়, কহ বাপু তব পরিচয়। কিবা নাম বলহ শ্রবণ কারি শীতল, কোথা ধাম কাহার তনয় ॥ শুনি রাজপুত্র কয়, শুন২ মহাশয়, এ দীনের পরিচয় বলি। পারস্য নগরে ধাম, ক্যোমার জিলমেন নাম, পিতা মম নৃপ উজিরালি। লুসিয়ার রূপ হেরি, ধন জন পরিহরি, যোগী বেশ করিয়া ধারণ। ভ্রমি২ নানা দেশ, তব সহ অবশেষ বিধি আনি করিল মিলন। যোগীর বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি, মন্ত্রীবরে কহেন তখন ॥ শুন মন্ত্রী মম বাণি, বসন ভূষণ আনি, যুবরাজে করহ অর্পণ ॥ রাজার বচন শুনি বস্ত্র অলঙ্কার আনি, যুবরাজে পরাইয়ে দিল। তেমন রূপ তো আর, ত্রিভুবনে মেলা ভার, রূপ হেরি ভুপতি মহিল ॥

অথ বিবাহ।

পয়ার। পরে নরপতি লয়ে সভাসদ গণ। বিবাহের দিন করিলেক নিরূপণ ॥ শুভলগ্নে শুভক্ষণে বিবাহ হইল প্রমোদে প্রমদা গণ প্রমোদে মাতিল ॥ হাসি২ আসি যত ঙ্গল কন্যাগণ। সাজায় বালায় সবে করিয়া যতন ॥ বিনায়ে বিনোদ বেণী খোপা বান্ধি দিল। নানাবিধ অভরণ অঙ্গে পরাইল ॥ সাজাইল লুসিয়ায় যতেক কামিনী। আর যা যেখানে শোভে দিল ফণি মণি ॥ ঙ্গচদ্বয় ঢাকি আটি কাঁচলি বান্ধিল। নীলাম্বর পারিধান পরাইয়ে দিল ॥ কি কব রূপের কথা তুলনা না হয়। সে রূপের কাছে রতী একরতি নয় ॥ বুঝি বিধি শশীর করিতে অপমান। নির্জ্জ

নে লুসিরে বিধি করেছে নির্ম্মাণ ॥ পরিহাস করি কেহ কহে কুমারীরে। চমৎ পাবে আজি মনোমত বরে ॥ আমোদ প্রমোদ করি যুবরাজ সনে। প্রমদা হইবে ধনী নাথের মিলনে ॥ যখন শিখাবে প্রেম তব গুণমণি। তখন হইবে ধনী প্রেম ধনে ধনি'॥ আগেতে আছিলে ধনী তুমি অরসিক। এক্ষণে শিখাবে রস তোমার রসিক ॥ এত বলি লুসিয়ায় লইয়া যতনে। বাসরে প্রবেশ করে আনন্দিত মনে ॥ কুমারেরে সমর্পণ করিয়া কুমারী। স্বস্থানে প্রস্থান করে যতেক সুন্দরী ॥ রমণীর কর রায় করিয়া ধারণ। মৃদু স্বরে নারী প্রতি কহেন তখন ॥ মন প্রাণ বিনোদিনী করিয়ে হরণ। লুকায়ে আছিলে গৃহে বাধিতে জীবন কহে বিনোদিনী প্রাণকান্ত করে ধরি। তব সম চোর নাথ ভুবনে না হেরি ॥ দেখা দিয়ে মন প্রাণ করিয়া হরণ। লুকায়ে ছিলেহে নাথ আপন ভবন ॥ বহু কষ্টে মন চোরে পাইয়াছি করে। সমুচিত দণ্ড দিব কে রাখিতে পারে ॥ রায় কন মিথ্যা দোষ না দেহ আমায়। তোমার সমান চোর না মিলে ধরায় ॥ প্রিয়ে কয় আমি কিসে চোর গুণমণি। রায় কন শুন তবে ওহে প্রণয়িনী ॥ শশিরে হরেছে তব সুন্দর বদন। শশী সুধা লইয়াছে মধুর বচন ॥ ইন্দিবরে লইয়াছে তোমার নয়ন। তিলফুল তব নাসা করেছে হরণ ॥ সুবর্ণ বরণ হরে লয়েছ রূপসী। চঞ্চল চপলা হরিয়াছে তব হাসি ॥ কন্দর্পের পঞ্চশর হরণ করিয়ে। পুরুষ মজাতে চক্ষে রেখেছো লুকায়ে ॥ অমল কমলে প্রাণ করিয়ে হরণ। যতনেতে বক্ষস্থলে করেছ স্থাপন ॥

চম্পক কলিকা প্রিয়ে লয়ে গোপনেতে। কর দ্বয়ে রাখিয়াছ অঙ্গুলী রূপেতে॥ মধ্য ক্ষীণা কেশরীর কটিদেশ হরি। রাখিয়াছ কটিদেশে অতি যত্ন করি॥ অপরাজিতায় ধনী করিয়ে হরণ। করিয়াছ মস্তকেতে চিকুর চিকন॥ মদনের ফুলধনু কাড়িয়ে লইয়ে॥ রেখেছ ভুরুর ছলে যতন করিয়ে॥ কোকিলের কুহুস্বর করিয়ে হরণ। মিলায়েছ নিজ স্বরে করিয়ে যতন॥ প্রিয়র বচন শুনি কহে বিনোদিনী। বিনিমূলে আমারে কিনিলে গুনমণি॥

অথ কুমার কুমারীর মিলন।

নিকটে পাইয়া রামা প্রাণের রতন। ধিরে২ কহে রামা সজল নয়ন॥ প্রাণনাথ কিবা তব কাঠিন হৃদয়। অধিনীরে হয়েছিলে বিষম নিদয়॥ তোমার বিহনে প্রাণ সদা সর্ব্বক্ষণ। শ্রাবণের ধারা সম ঝরে দুনয়ন॥ বিশেষত সুউদয় দারুণ বসন্ত। বিরহীর পক্ষে সেই কৃতান্ত নিতান্ত॥ পঞ্চশর পঞ্চশর হানে মোর কায়। মলয়া অনিল তাহে দুর্গতি বাড়ায়॥ নবীনা রমণী আমি ওহে প্রাণধন। এ জ্বালা কি জ্বালা নাথ না জানি কখন॥ বিরহ অনলে সদা জ্বলে মোর কায়। তুমি কি জানিবে প্রাণ কি কব তোমায়॥ জ্বর২ কলেবর মদনের বাণে। অসহ্য বিরহানল কত সই প্রাণে॥ শশি সুধাপান করে চকোর চকরী। তোমার বিহনে প্রাণ আমি কেন্দে মরি॥ নিদাঘে চাতকী কুল জলদ দরশনে। বারিদের জল খায় আনন্দিত মনে॥ দেখিয়ে তা

দের রঙ্গ কেঁদে উঠে প্রাণ। তোমা বিনা এত দুঃখ সহিয়াছি প্রাণ॥ দহিয়াছে যত মোরে মনজের শর। ততই ডেকেছি কোথা ওহে প্রাণেশ্বর॥ তোমার বিরহ বিষে দেহ জ্বালাতন তোমা বিনা সে জ্বালা কে করে নিবারণ॥ মম প্রতি প্রজাপতি অনুকূল হয়ে। তোমা হেন নিধি বিধি দিল মিলাইয়ে॥ বল২ দুঃখ তব ওহে গুণমণি। তোমার বিহনে ছিনু হয়ে অনাথিনী॥ প্রিয়ের বচন শুনি পরম সন্তোষে। প্রিয়সীর প্রতি সুমধুর ভাষে ভাষে॥ শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে তোমার কারণ। বনে২ ভ্রমিলাম ত্যজিয়ে স্বজন॥ যেই দিন তব সহ হলো দরশন। তদবধি বিরহে জ্বলিছে প্রাণ মন॥ মনের যে দুঃখ আজি সব দূরে গেল। কৃপাকর কৃপাকরি মিলাইয়ে দিল বচনেতে নিভাইল মনের আগুণ। অন্তরেতে প্রেমানল বাড়িল দ্বিগুণ॥ প্রাণপ্রিয়ে পেয়ে প্রাণ প্রিয় অঙ্গসঙ্গ। সুখের পয়োধি নীরে ডুবাইল অঙ্গ॥ ধিরে২ কহে রামা কান্ত করে ধরি। শুন প্রাণনাথ এক নিবেদন করি॥ বহু কষ্টে তব সহ হয়েছে মিলন। দেখ যেন নাহি হয় বিচ্ছেদ ঘটন॥ এই নিবেদন প্রাণ তোমার চরণে। দেখ২ মনে রেখো এ অধিনী জনে বিনয়ে কহেন রায় প্রিয়ের বচনে। তোমা বিনা নাহি জানি জাগ্রত স্বপনে॥ ধৈর্য্য ধর প্রাণ প্রিয়ে আপন মনেতে। বিচ্ছেদ হবে কি প্রাণ এ প্রাণ থাকিতে॥ এইরূপে কৌতুকেতে কুমার কামিনী। করিল অনঙ্গ খেলা জাগিয়া যামিনী॥

অথ কুমারের স্বদেশ যাত্রা।

এইরূপে কিছু দিন নাগরী নাগরে। মনসাধ পুরে ভাসে সুখের সাগরে॥ রসবতী পেয়ে কোলে প্রাণ প্রিয় পতি।

মন্মথ রসে মন মজায় যুবতী॥ প্রিয় প্রিয়সীর কর করিয়ে ধারণ। রমণীর মনোবাঞ্ছা পূরায় তখন॥ পতি মুখে রাখি মুখ কহে রাজবালা। দুরন্ত বসন্ত কত দিয়াছে হে জ্বালা॥ পিক অলিদ্বল তায় শমন সমান। হানিয়াছে অঙ্গে মম যেন অগ্নিবাণ॥ এইরূপে মনোদুঃখ প্রকাশিয়ে সতী। পরেতে অনঙ্গ রসে মাতিল যুবতী। বিচ্ছেদ অনল ছিল হইয়ে প্রবল মিলন শলিলে তাহা করিল শীতল॥ কুমার কুমারী দোঁহে অপূর্ব্ব পালঙ্কে। নিরন্তর করে ক্রীড়া মাতিয়ে অনঙ্গে॥ প্রেমাবেশে হেসেং রমণী রমণ। কৌতুকেতে করে দোঁহে যামিনী জাপন॥ এইরূপে কিছু দিন কুমার কুমারী। যে করিলা রঙ্গ রস সে কহিতে নারি॥ একদিন কহে রায় প্রাণের প্রিয়ায়। এখানে থাকিতে আর মন নাহি চায়॥ বাপেরে কহিয়ে মোরে বিদায় করহ। ভালবাস যদি মম সঙ্গেতে চলহ॥ শুনিয়া নাথের বাণি কহে রসবতী। কহ নাথ পতি ছাড়া কোথা আছে সতী॥ শ্রীরাম গেলেন বনে দৈব বিপাকেতে। জনক নন্দিনী সীতা যান সাত্থেং॥ পাণ্ডব প্রবেশে যবে দুর্গম কানন। কৃষ্ণা সতী পাছেং করিল গমন॥ নৈষধ ঈশ্বর যবে অরণ্যেতে গেল। বহু কষ্টে দময়ন্তী সঙ্গ না ছাড়িল॥ সুন্দর যাইল যবে গৃহে আপনার। পশ্চাদ্গামিনী বিদ্যা হইলেক তার॥ আর দেখ কয়েসের শুনিয়া মরণ। প্রণয়ের গুণে লয়লা ত্যজিল জীবন॥ প্রণয়ীর সঙ্গে প্রেম চিরকাল রয়। কোনকালে তাহাদের বিচ্ছেদ না হয়॥ প্রণয় পরম ধনে চেনে যেইজন। কখন না ত্যজে সেই থাকিতে জীবন দেখং প্রাণনাথ নলিনী তপন। প্রণয় গুণেতে দোঁহে বদ্ধ

অনুক্ষণ॥ অতএব পতি ছাড়া সতী কোথা রয়। আমিও তোমার সঙ্গে যাব রসময়॥ নারীর ভূষণ পতি ওহে প্রাণ পতি। পতি জ্ঞান পতি ধ্যান পতি রতি মতি॥ অবলা সরলা নাথ তাহে কুলবতী। রমণীর পতি ভিন্ন অন্য নাহি গতি॥ শুনিয়া প্রিয়ের বাণি প্রিয় হৃষ্টমতি। নিবেদিল আসি রায় যথা নরপতি॥ বহুদিন আসয়াছি বঞ্চি বাপ মায়। হয়েছে চঞ্চল চিত্ত না হেরে দোহায়॥ অতএব বিদায় করহ নরপতি। এখানে থাকিতে আর নাহি লয় মতি॥ এতবলি বিদায় হইল রসরায়। সৈন্য সামন্ত সহ লইয়া প্রিয়ায়॥ যাইতে২ পথে রজনী আইল। তাঁবু ফেলি সকলেতে তথায় রহিল॥ অর্দ্ধেক যামিনী যবে গগণে হইল। সে সময় এক দৈত্য কুমারে হরিল॥ যাইতে২ পথে রজনী প্রভাত। প্রস্ফুটিত পঙ্কজ উদয় দিননাথ॥

অথ কুমারীর পুরুষ বেশে পতি অন্যেষণে যাত্রা।

হেনকালে শয্যা ত্যজি উঠি রসবতী। পার্শ্বেতে না হেরে রামা প্রাণ প্রিয় পতি॥ সখীরে জিজ্ঞাসে রামা হইয়ে কাতর। বল২ সখী কোথা গেল প্রাণেশ্বর॥ এই যে শয়নে ছিল মম প্রাণ পতি। কোথা গেল বল২ করিগো মিনতি॥ সখী কয় দেখিনাই তব গুণমণি। কি হইল কোথা গেল কিছুই না জানি॥ শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণি সঙ্গিনীর মুখে। বজ্রাঘাত পড়ে যেন কুমারীর বুকে। কপালে কঙ্কণ হানি করেন রোদন। বলে কোথা ত্যজি মোরে গেলে প্রিয়জন॥ এই যে আমার সহ আছিলে শয়নে। ত্যজিলে কেমনে নাথ কঠিন

পরাণে।। পিতা মাতা হতে মোরে এখানে আনিয়ে। কেন২ অধিনীরে গেলে হে ত্যজিয়ে।। এই কি তোমার মনে ছিল গুণমণি। বনমাঝে বালারে করিলে অনাথিনী।। আগে যদি জানিতাম পুরুষ এমন। তা হলে কি সঁপিতাম জীবন যৌবন।। প্রাণ মন সঁপিলাম না পাইয়া মন। তাহার উচিত ফল ফলিল এখন।। প্রাণ মন দেহ বিধি বিরহে জ্বালায়ে। কত কষ্টে দিয়াছিল সে ধনে মিলায়ে।। মনে বড় সাধ ছিল লইয়া তোমারে। এবার হইব পার বিরহ সাগরে।। সে সাধে বিষাদ মম বিধি ঘটাইল। বিরহ অনল পুন বাড়াইয়ে দিল।। ধিক২ বিধাতায় কি কব অধিক। কোন প্রাণে হরে নিল মম প্রাণাধিক।। হায়২ প্রাণনাথে কে হরি লইল। নির্ব্বাণ অগ্নিতে কেবা ঘৃতাহুতি দিল।। প্রেম বৃক্ষ রোপিয়াছি না হতে অঙ্কুর। উৎপাটন কে করিল হইয়া নিষ্ঠুর।। প্রিয়ের বিরহে প্রিয়া হইয়া কাতরা। পুরুষের বেশ ধনী ধরিলেক ত্বরা।। সকলেরে বিদায় করিয়া সুধামুখী। একাকিনী রহিলেন সহ প্রিয় সখী।। সঙ্গিনীরে সাজাইয়ে পুরুষের বেশ। চলিল করিতে প্রাণনাথের উদ্দেশ।। আপন পতির বেশ করিয়া ধারণ। নানা দেশ দেশান্তর করেন ভ্রমণ।। এইরূপে রাজবালা ভুমিতে২। উপনীত হইল গিয়া মদিনা দেশেতে।। তথায় করিল বহু প্রিয় অন্যেষণ। স্থানে২ নগরেতে করিয়া ভ্রমণ।। প্রাণনাথে না পাইয়া কাতর পরাণে। রহিল তথায় দোঁহে বিষাদিত মনে।।

লুসির ময়মুন রাজার সহিত সাক্ষাৎ।

মদিনা নগরে ধাম, ময়মুন নৃপ নাম, মহারাজ সুশী

ল সুধীর। সুবোধ সুজন অতি, দানে ধর্ম্মে সদা মতী পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর ॥ দুষ্টে দিয়ে বহু কষ্ট, সদম্ভ করিতে নষ্ট, ধর্ম্ম সম করিতে বিচার। ময়নু নামেতে কন্যা, ত্রিভুবন ধন্যা মান্যা, আছিল তনয়া এক তার ॥ ত্রিলোকের মনোরমা, নবীনা ষোড়শী বামা৷ নিরুপমা পরমা সুন্দরী। আহা২ মরি২, এ রূপ কি কভু হেরি, ত্রিভুবন বিমোহন কারী ॥ তিল ফুল জিনি নাসা, খগের গৌরব নাশা, মরি কি বেশর দোলে তায়। উচ্চ দুই কুচগিরি, সুমেরুর দর্পহারি, বক্ষোপরি কিবা শোভা পায় অদত্তা সে রাজ কন্যা, সদা দুঃখি পতি জন্যে, আঁখি নীরে ভাসে সর্ব্বক্ষণ। কাঁদি সখী প্রতি বলে, জ্বলিলো মদনানলে, বুঝি আর না রহে জীবন॥ বয়স হইল অতি না পেলেম প্রাণপতি, প্রায় গত হইল যৌবন। বিধাতা নিদয় অতি, কুতায় পাইলে পতি, তখন কি যুড়াবে প্রাণ মন ॥ সুখের বসন্তকালে, প্রাণপ্রিয় পতি কোলে, থাকে সুখে প্রৌঢ়া যাহারা। করে নানা রস কেলী, আনন্দে উভয়ে মেলি, মুগ্ধা যারা ভেবে সারা তারা ॥ এইরূপে গুণবতী, কহে কাতরতা অতি, পরে শুন আশ্চর্য্য কথন হাতেম রাজ কুমারী, সঙ্গিনীর করে ধরি, যায় যথা ময়মুন রাজন॥ রাজ ব্যবহারে নতি, করিয়া ভূপতি প্রতি, করযোড়ে সম্মুখে দাণ্ডায়। মহারাজ নিবেদন, একান্ত মম মনন, দাস হয়ে সেবিব তোমায় ॥ পারস্য নগর ধাম, উজিরালি নৃপ নাম, আমি হই তাহার তনয়। শুন২ গুণ ধাম, কেমার জিলামেন নাম, অধিনের এই পরিচয়॥

পরিচয় শুনি রায়, আনন্দে পুলক কায়, বসিবারে দিল সিংহাসন। পরে কহে রাজ্যেশ্বর, কেন২ যুববর, কহ হেন অন্যায় বচন ॥

ময়নু কন্যার সহিত লুসির বিবাহ।

পয়ার। তোমাদের অনুগ্রহে রাজ্যেশ্বর আমি। হেন অনুচিত কথা কেন কহ তুমি॥ বহু ভাগ্যে পাইয়াছি তোমা হেন ধন। সঁপিব তোমারে আমি তনয়া রতন॥ অনূঢ়া তনয়া এক আছয়ে আমার। বিদ্যুৎ সমান রূপ অতি চমৎকার॥ কৃপায় তোমারে তারে হইবে লইতে মম এ বচন বাপু হইবে রাখিতে॥ এত বলি করে নৃপ দিন নিরূপণ। আনয়ন করে যত দ্রব্য প্রয়োজন॥ শুভ দিনে শুভ কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিল। কন্যা সহ নিজ রাজ্য জামাতারে দিল॥ অতপর অবশর পাইয়ে রাজন। নিত্য ধনে আরাধনে জাইল কানন॥ রাজ্যভার পায়ে লুসি আনন্দিত মতি। ভাবে মনে এইবারে পাব প্রাণপতি কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই বিধির ঘটন। আমি নারী সেও নারী কি করি এখন॥ তাহে রূপবতী সে যে নবীনা যৌবনা। দহিছে তাহার প্রাণ প্রেমবারি বিনা॥ অতিশয় সাবধানে থাকিতে হইবে। যদবধি নাথ সহ মিলন না হবে মৌখিক আলাপ লুসি করে তার সনে। পৃথক শয্যায় থাকে পৃথক শয়নে॥ রাজকন্যা মনে২ ভাবে কত তাপ মম সঙ্গে কেন পতি না করে আলাপ॥ নবীনা রমণী আমি তাহে রূপবতী। কি জানি কি ভাবে ভাব নাহি করে পতি ভাগ্য গুণে হেন নিধি মম প্রতি ঘটে। ঘটে পোরা বারি

কিন্তু মোরে নাহি ঘটে ॥ বড সাধ ছিল মনে নাথের মি
লনে। মনজেরে পরাজীব প্রেম আলাপনে॥ সে আশা
র দ্বারে মোর কপাট পডিল। পরাজয় দূরে থাকুক প্রব
ল হইল॥ এ হেন সুন্দরী আমি না মিলে তুলনা। অরসিক
পতি মোরে ফিরেও চাহেনা॥ আরত বিচ্ছেদ দ্বায়ে এ
প্রাণ বাঁচেনা। সহেনা২ আর যাতনা সহেনা॥ কোথায়
স্বভাব প্রাণ প্রাণপতি সনে। বিপরীত হলো আরো না
থের মিলনে॥ এই কি কপালে লিখেছেন প্রজাপতি।
এতবলি মনদুঃখে রহিল যুবতী॥

অথ রাজপুত্রের সহিত পুনর্ব্বার
লুসির মিলন।

যবে রাজপুত্রে দৈত্য হরে লয়ে যায়। সে সময় সেই পরি
দেখিবারে পায়॥ ক্রোধভরে আসি পরি দৈত্য প্রতি কয়
রাজপুত্রে লয়ে কোথা জাও দুরাশয়॥ অতিশয় প্রিয়
হয় এজন আমার। আমার সাক্ষাতে কর দুর্গতি ইহার॥
এতবলি দৈত্য সহ করি বহু রণ। দৈত্য হতে রাজ
পুত্রে করিল মোচন॥ যুবরাজে কহে পরি হাসিয়ে২।
যাহ বাপু মদিনাতে পাবে প্রাণ প্রিয়ে॥ প্রিয়ার বিরহে রায়
হইয়া কাতর। মদিনা দেশের মুখে যায় গুণাকর॥ যাইতে
যাইতে পথে নবীন রাজন। প্রিয়সীর ভাব মনে হলো উ
দ্দীপন॥ পত্নীর বিরহনল শতগুণ হয়ে। দহিতে লাগিল
দেহ অন্তরে পশিয়ে॥ কান্দিয়ে২ কহে চক্ষে বহে বারি।
এ অধিনে কেন বাম হইলে সুন্দরী॥ দূরাশয় দৈত্য মোরে
করিল হরণ। তাই হারালেম আমি প্রিয়সী রতন॥ আগে

বিধি বিরহে জালায়ে প্রাণ মন । কত কষ্টে দিয়াছিল করিয়া মিলন ॥ কেমনে প্রবোধ আমি দিব এ পরাণে । কেমনে ধরিব প্রাণ প্রিয়সী বিহনে । কেমনে লোকের কাছে এ মুখ দেখাব । কেমনে বিরহানল পুন নিবারিব ॥ এইরূপে গুণাকর ভাবিতেং । প্রিয়া অন্যেষণে যায় মদিনা দেশেতে ॥ বহুদিনে উত্তরিয়া মদিনা নগরে প্রিয়া অন্যেষণ করে প্রতি ঘরেং ॥ প্রিয়ারে না পেয়ে রায় ভাবিতে লাগিল । ক্লান্ত হয়ে এক বৃক্ষ মূলেতে বসিল ॥ হেনকালে রাজ কার্য্য পরিহরি লুসি ।বাটীর প্রাসাদ পরি উঠিল রূপসী॥ পারিসদ গণ সহ ভ্রমিতেং । অকস্মাৎ প্রাণনাথে দেখে রাজ পথে ॥ হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল আকাশ । আন্তরিক দুঃখ তার হইল বিনাশ দূতে ডাকি বিনোদিনী কহেন তখন । ঐ মনুষ্যের কাছে করহ গমন ॥ অতি সমাদরে ওরে কর আনয়ন ॥ সামান্য না হয় ঐ ধিরাজ নন্দন ॥ আজ্ঞা পেয়ে দূত যায়ে নিকটে আসিয়ে । সুমধুর ভাষে ভাষে আদর করিয়ে ॥ আমাদের নরপতি ডাকিছে তোমায়। চলং মহাশয় চলগো ত্বরায় ॥ শুনিয়া দূতের বাণি কেঁপে ওঠে প্রাণ বলে বিধি এ আর কি বিপদ ঘটান ॥ একেত উন্মাদ আছি প্রিয়ের কারণ । না জানি কি জন্যে মোরে ডাকিল রাজন যা হক জাইতে মোরে হইবে তথায়। কি জানি কি পরে যদি বিপদ ঘটায়।. ভাবিয়ে চিন্তিয়া ধির গমন করিল।যথায় নৃপতি বালা তথা উত্তরিল।।নিকটে দেখিয়ে সতী প্রাণ প্রিয় পতি । বসাইল যুবরাজে সমাদরে অতি ॥ পরে সতী

পতি প্রতি সবিনয়ে কয়। কেন হইয়াছ তুমি মৌন অতিশয়॥ রায় কন কেন আর জঞ্জাল বাড়াও। মম সম দুর্ভাগা নাহিক মহাশয়॥ চিন দেশ হৈতে যাই গৃহে আপনার। লুসি নামে প্রিয়া ছিল সঙ্গেতে আমার॥ নিশিযোগে মাঠ মধ্যে প্রাণ প্রিয়া সনে। তাঁবু ফেলি একত্রেতে ছিলাম শয়নে॥ হেনকালে এক দৈত্য আসিয়ে তথায়। অকস্মাৎ আমারে সে হরে লয়ে যায়॥ কোথা গেল প্রাণ প্রিয়ে প্রাণের দোসর॥ তারে না হেরিয়ে মম নয়ন কাতর॥ এতবলি মন দুঃখে নবীন রাজন। প্রিয়সীর ভাব স্মরি করেন রোদন॥ দেখি লুসি আশ্বাসিয়া রাজার তনয়। ধিরে২ ধিরা কিছু রাজপুত্রে কয়॥ এইস্থানে থাক মনোদুঃখ তেয়াগিয়ে। অবশ্য পাইবে তুমি তব প্রাণ প্রিয়ে॥

অথ কুমারের বিরহ বর্ণন।

ভুপতির আশ্বাসে আশ্বাস পেয়ে রায়। রহিলা তথায় ধির লভিতে প্রিয়ায়॥ একদিন রাজপুত্র স্নান করিবারে। উপনীত হইল এক সরোবর তীরে॥ অতি রম্য স্থান সেই তুলনা না হয়। ইন্দ্রের অমরাবতী মানে পরাজয়॥ পঞ্চশর বিরাজিত সর্ব্বদা তথায়। রসেতে ঋষির মন সে বনে রসায় সারি২ তথায় বসিয়া শুক শারি। সুললিত স্বরে গীত গায় মনোহারি॥ শুনিলে সে স্বর স্মর শর বিন্ধে অঙ্গে। কি কহিব যোগীদের যোগ যায় ভেঙ্গে॥ নীর অতি নিরমল করে ঢল২। ফুটিয়া রয়েছে তায় কত শতদল॥ নীরেতে হেরিয়া রায় কমলের শোভা। জাগিয়া উঠিল মনে প্রিয়া মনলোভা॥ বিচ্ছেদ অনল হৃদে হইল প্রবল। কান্দিয়া২

কহে চক্ষে বহে জল॥ হায় বিধি এই যদি ছিল তব মনে। তবে কেন মিলাইয়ে দিলে সে রতনে॥ আগে যদি জানিতা ম ঘটিবে এমন। তবে কেন তার সহ করিব মিলন॥ পুন কি তাহার রূপ হেরিবে নয়ন। পুন কি তাহার সহ হইবে মি লন॥ পুন কি পাইব আমি সে প্রাণ রতন। পুন কি বিরহ মোর হবে নিবারণ॥ পুন কি শুনিব আমি সে মধুর স্বর। পুন কি পাইবে কর ধরিতে সে কর॥ পুন কি করিব আমি প্রেম আলাপন। হৃদয়ে হৃদয় রাখি যুড়াব জীবন॥ পুন কি সে নাথ বলি আমাকে ডাকিবে। পুন কি সে বিনোদিনী বামেতে বসিবে॥ এইরূপে রসময় প্রিয়ার বিরহে। ধরি তে না পারে প্রাণ দুঃখে দেহ দহে॥ রসিক রাজন বর গুণে র সাগর। প্রিয়সীর বিরহেতে অধিক কাতর॥ ঝরে২ দুনয়নে ঝরে শোক নীর। স্নান করি তীরে পরে উঠিলেন ধির॥ কা তর পরাণে রায় করিল গমন। কবি কহে বিরহের প্রভাব এমন॥ ০৪০॥ ০৪০॥ ০৪০॥

পুন কুমারের সহিত মিলন॥

সুধাংশু বদনী ধনী, লয়ে কান্ত গুণমণি, ছদ্মবেশে করিয়া ছলনা। হাতেম রাজকুমারী, প্রাণনাথে মন্ত্রী করি, রাজ কার্য্য করে সুলোচনা॥ রাজ নন্দনের মন, সদা থাকে উচা টন, শান্ত নহে প্রিয়সী কারণ। সর্ব্বদা অসুখে রয়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নয়, অনিবার ঝরে দুনয়ন॥ প্রাণেশের মুখ হেরি, মনে২ বলে মরি, আমা লাগি দুঃখী মম প্রাণ॥ হেরিয়া না- থের মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, বুঝি আর না রহে পরাণ॥ আহা২ প্রিয়জন, সর্ব্বদা অসুখে রন, প্রাণে মোর সহিবে কে

মনে। ধিক২ ধিক মোরে, ধিক সেই বিধাতারে, হেন দুঃখ ঘটায় এ জনে॥ এতেক বলি সুন্দরী, প্রাণনাথ করে ধরি, বলে মন্ত্রী শুন বিবরণ। একটি মন্ত্রণা আছে, জিজ্ঞাসিব তব কাছে, চল২ অন্দর ভবন॥ চল হে চল গোপনে, মন্ত্রণা করি দুজনে, বিলম্ব নাহিক আর শয়। এতবলি রসবতী, লয়ে প্রাণ প্রিয় পতি, অন্দরেতে উপনীত হয়॥ লইয়া প্রাণ পতিরে, বসাইয়া নিজ ঘরে, পরে রামা যাইয়া বাহিরে। সেই বেশ পরি হরি, নিজ বেশ ভূষা করি, উপনীত পতির গোচরে॥ প্রিয়ার মুরতি হেরি, উথলিল প্রেম বারি, স্থির নেত্রে করে নিরীক্ষণ। সুস্ক তরুবর যেন, জীবন পাইল পুন, সেইরূপ হইলা রাজন॥

অথ ময়নু কন্যার সহিত রাজ পুত্রের মিলন।

প্রিয়বর বলে রামা ধরিয়া যতনে। মিলন করিল ধনী প্রাণ নাথ সনে। অন্তরে প্রবল ছিল বিরহ অনল। আনন্দাশ্রু নীরে তাহা করিল শীতল॥ মধুর বচনে রায় কহে প্রিয়া প্রতি কেমনে আইলে হেথা কহ রূপবতী॥ প্রাণেশের বাণি শুনি কহে প্রাণ প্রিয়ে। কেবল এ প্রাণ ছিল তব মুখ চেয়ে॥ পুরুষের বেশ আমি করিয়া ধারণ। তব অন্বেষণ হেতু হেথা আগমন॥ হেরিয়া আমার রূপ ভূপাত মহিল। কন্যা সহ এই রাজ্য আমারে অর্পিল॥ বিভা করিয়াছি আমি রাজার নন্দিনী। দুই নারী হইল তব ওহে গুণমণি॥ ময়মুন রাজার কন্যা ময়নু নামেতে। বিষাদিতা আছে ধনী পতির অন্যেতে॥ ত্বরায় পুরাও নাথ তাহার কামনা। দহিছে তাহার প্রাণ প্রেম বারি বিনা॥ নিষ্ঠুর তোমার সম নয়নে না

হেরি। রমণীরে একাকিনী যাও পরিহরি॥ কি কহিব তব গুণ বলি হারি যাই॥ কঠিন তোমার সম ত্রিভুবনে নাই॥ অবলারে ফেলাইয়া দুঃখের পাথারে। অনাশে চলিয়া গেলে না চাহিলে ফিরে॥ একে স্বলবতী তাহে যে ঘোর কানন। একাকিনী নারী তথা জীয়ে কতক্ষণ॥ প্রিয়সীর বাক্য শুনি নবীন রাজন। ধিরেং ধিরা প্রতি কহেন তখন॥ অস্থির না হও প্রাণ স্থির কর মন। দৈবাধিন হয়েছিল দৈবের ঘটন দুরাশয় দৈত্য আসি হরে লয়ে যায়। আমি কি করিব প্রাণ বিধাতা ঘটায়॥ তাই হয়েছিল ভাই বিচ্ছেদ ঘটন। সুধা ফেলি বিষ কোথা কে করে ভক্ষণ॥ প্রিয়ের বচনে প্রিয়া হৃষ্টমতি হয়ে। ময়নু সহ রাজপুত্রে দিল মিলাইয়া॥ নবীনা রমণী পেয়ে নবীন রাজন। প্রেম রসার্ণবে মন করিল মগন মনোমত পতি পেয়ে প্রফুল্ল সুন্দরী। ব্রজভূমে গোপিনীর যেন প্রাণ হরি॥ এইরূপে কিছু কাল নবিন রাজন। নানা রসে কেলি করি যুড়ায় জীবন॥ মদিনাতে আনন্দেতে পালি প্রজা গণ। দেহ পরিহরি গেল অমর ভুবন॥

ইতি পুস্তক সমাপ্তঃ।

শ্রী—পতির পাদপদ্ম ভাব মনামার।
হ—ইবে অনাসে এই ভবার্ণবে পার॥
রি—পুঙ্গলে দমন করহ অনুক্ষণ।
ম—হামায়া জালে তবে পার পাবে মন॥
হ—রিবে নিমিষে সব জান না শমন।
ন—ন্দ সুতে এক মনে কররে ভজন॥
ক—লুস রবেনা মন ভজিলে কেশবে।
ম—নস্কাম সিদ্ধ হবে মুক্তি পদ পাবে॥
কা—লে কি করিতে পারে ওরে মনামার।
র—মা কান্তে ভ্রান্তে যদি ডাক একবার॥
বি—শ্বময় হরি তিনি সংসারের সার।
র—ত হয়ে কর পান প্রেম রস তাঁর॥
চি—ন্তা কেন কর মন তরিতে এ ভবে।
ত—রায় হইবে পার ডাক সে মাধবে॥

বিজ্ঞাপন।

ইসফ জেলেখা।

এই গ্রন্থের মূল পারসিক ভাষায় লিখিত, এরূপ সুবিমল প্রেমময় কাব্য আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয়না। এই কাব্য পূর্ব্বে কোন মুসলমান কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছিল তাহার রচনা এরূপ গোলযোগময় যে তাহা পাঠক বর্গের কোন ক্রমেই পাঠ যোগ্য নহে তাহাতে আমরা কএক বন্ধু একত্র হইয়া অস্মদ্দেশীয় চলিত সরল সাধুভাষায় রচনা করিয়া ত্বরায় প্রকাশে প্রবক্ত হইয়াছি মূল্য অৰ্দ্ধ মুদ্রা মাত্র

গ্রন্থঃ প্রকাশকঃ——শ্রীযুত সীতানাথ মল্লিক।

বৈষ্ণব-পদলহরী।

[জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস,
গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা-
দিগের পদাবলী সংগ্রহ।]

[আবশ্যকানুরূপ টীকা ও অনুবাদ সম্বলিত।]

ভূতপূর্ব্ব 'অনুসন্ধান'-পত্র-সম্পাদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন প্রেসে,
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।